বিজন কর্মকার

ভৌতিক র‍্যাগিং

কাহিনি :

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিজন কর্মকার

ভৌতিক র‍্যাগিং

বিজন কর্মকার

নিউ বেঙ্গল প্রেস

নিউ বেঙ্গল প্রেস

৬৮ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে প্রবীর কুমার মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

ভিগনেট কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

প্রথম সংস্করণ ঃ বইমেলা ২০১১

Code No : N52 B10

মূল্য ঃ ৫০.০০

ভৌতিক র‍্যাগিং
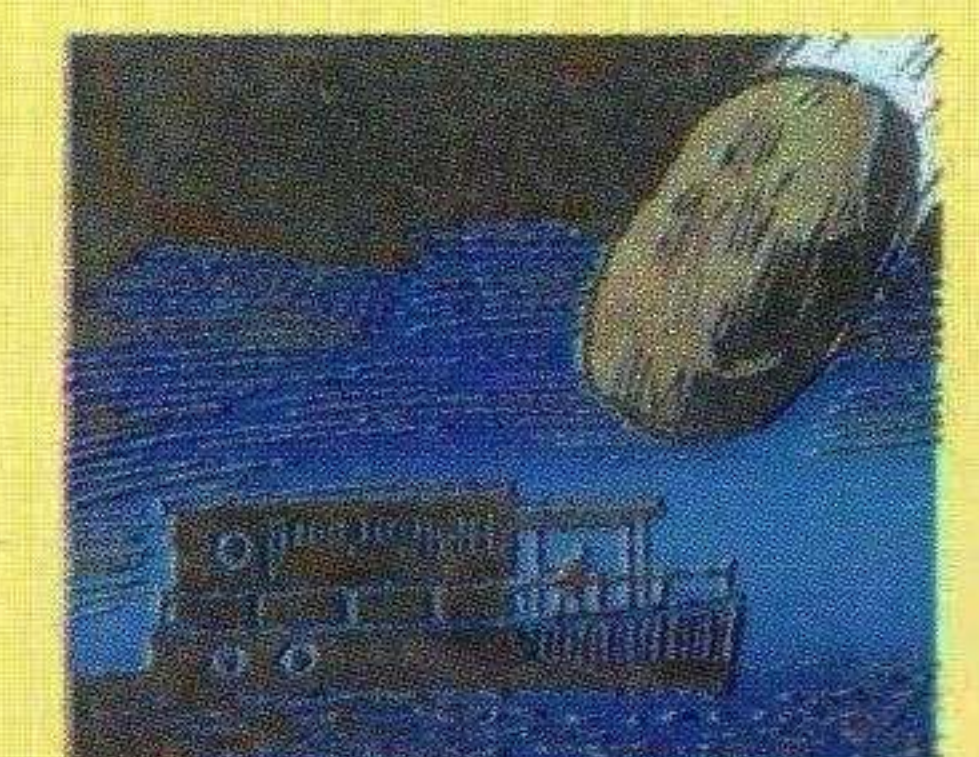
বিজন কর্মকার

শ্রীময়ী গার্লস হোস্টেলে তিন রুমমেট বর্ণালী, মৌমিতা ও দেবযানী...

আজ আমাদের আরেকজন রুমমেট আসছে। অনিতা...

সন্ধেবেলায় যথারীতি ঘরে দেখা গেল নতুন অতিথিকে...

কিছুক্ষণ পর তিন বন্ধু গল্পে মেতে উঠল...

তোরা ভূতে বিশ্বাস করিস? জানিস, আমি নিজের চোখে ভূত দেখেছি!

কেন মিছেমিছি ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিস?

আমি কিন্তু সত্যিই ভূত দেখেছি। শোন তাহলে, একবার...

হাওড়া থেকে ট্রেনে ফিরছি আমরা দুই বান্ধবী। আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ দেখছেন...

লোকটার মুখ দেখাই যাচ্ছে না। প্রায় আধঘন্টার ওপর হয়ে গেল লোকটার একটুও নড়াচড়া নেই। আশ্চর্য তো!

কাকু, শুনছেন? আপনি কোথায় নামবেন?

এই তো এখানেই নেমে যাব।

ওহ্! মাগো!!

আ আ আ...

এ আর এমন কী ঘটনা। আমিও একবার ভূতেদের পাল্লায় পড়েছিলাম...

সেবার খুব শীত পড়েছে। আমি মার সঙ্গে মার্কেটে গিয়েছি শীতের পোশাক কেনাকাটার জন্যে।
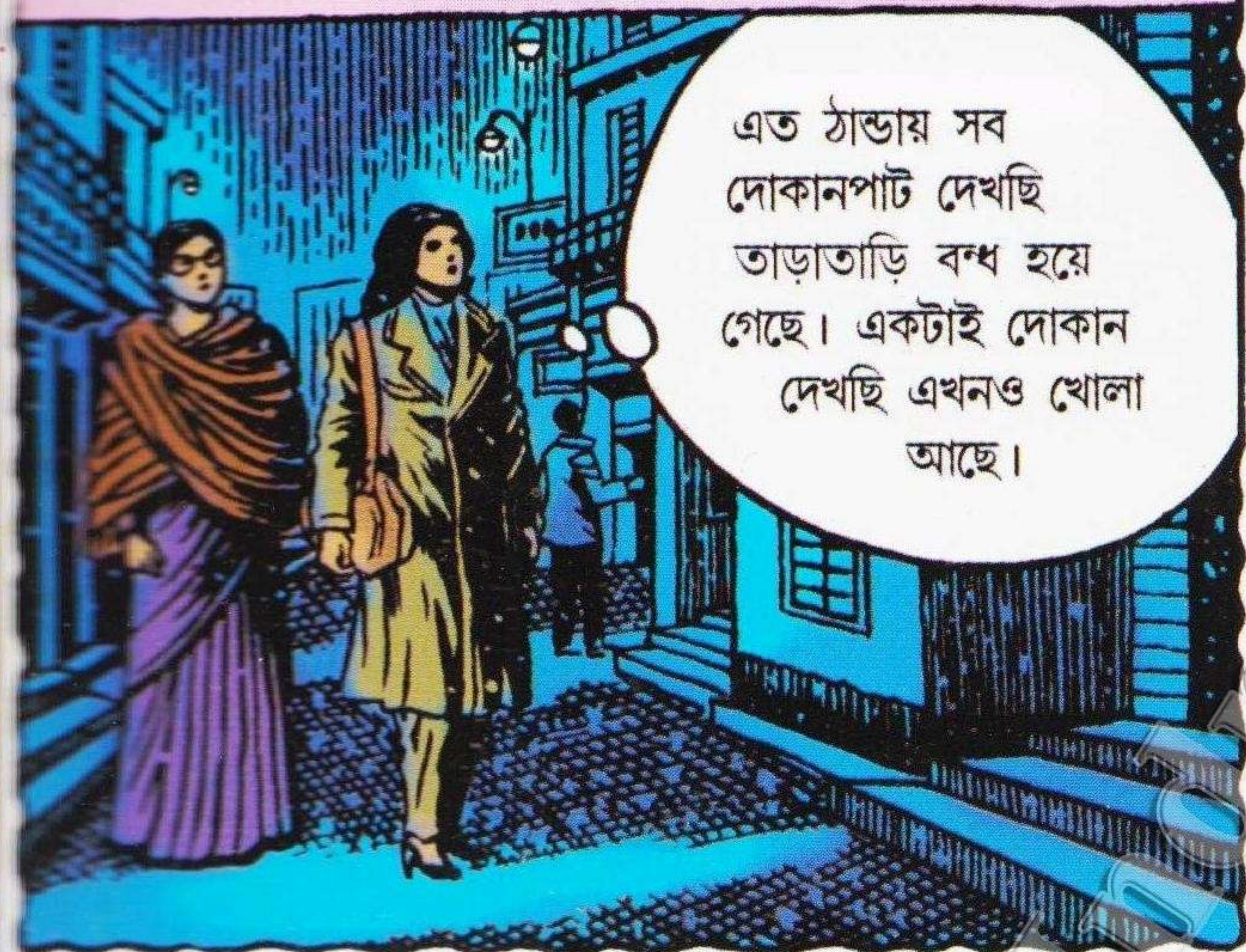
এত ঠান্ডায় সব দোকানপাট দেখছি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। একটাই দোকান দেখছি এখনও খোলা আছে।

অদ্ভুত দোকান তো! ম্যানিকিন দেখে পোশাক পছন্দ করতে বললেন দোকানি...

হঠাৎ ম্যানিকিনগুলো নড়ে উঠল...

এটা নিন। এটা নিন।

এই পোশাকটা নিন।

!!!

এটা নিন। এটা নিন।

এটা নিন।

SALE

কি আশ্চর্য! সবাই আমার দিকে এক সঙ্গে এগিয়ে আসছে!

মাগো!

কিরে, তোদের দুজনের গল্প শুনেও তো মেয়েটার ভয় পাবার কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। এবার তাহলে আমি একটা ভূতের কাহিনি শোনাই...

তোদের ভূতের মতন ট্রেনের যাত্রী কিংবা ম্যানিকিন ভূত নয়। এ একদম চাক্ষুষ কঙ্কালভূত!

সত্যি?!

আমি আমার মামাতো বোনকে নিয়ে সেদিন ঘুরতে বেড়িয়েছিলাম। সন্ধ্যা হলে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি ফিরছিলাম, হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল...

ও গাড়োয়ান ভাই, বৃষ্টিতে যে একেবারে ভিজে গেলাম। আর কত দূর? পথ যে কিছুতেই ফুরোচ্ছে না...

গাড়োয়ান ফিরে তাকাল...

!!
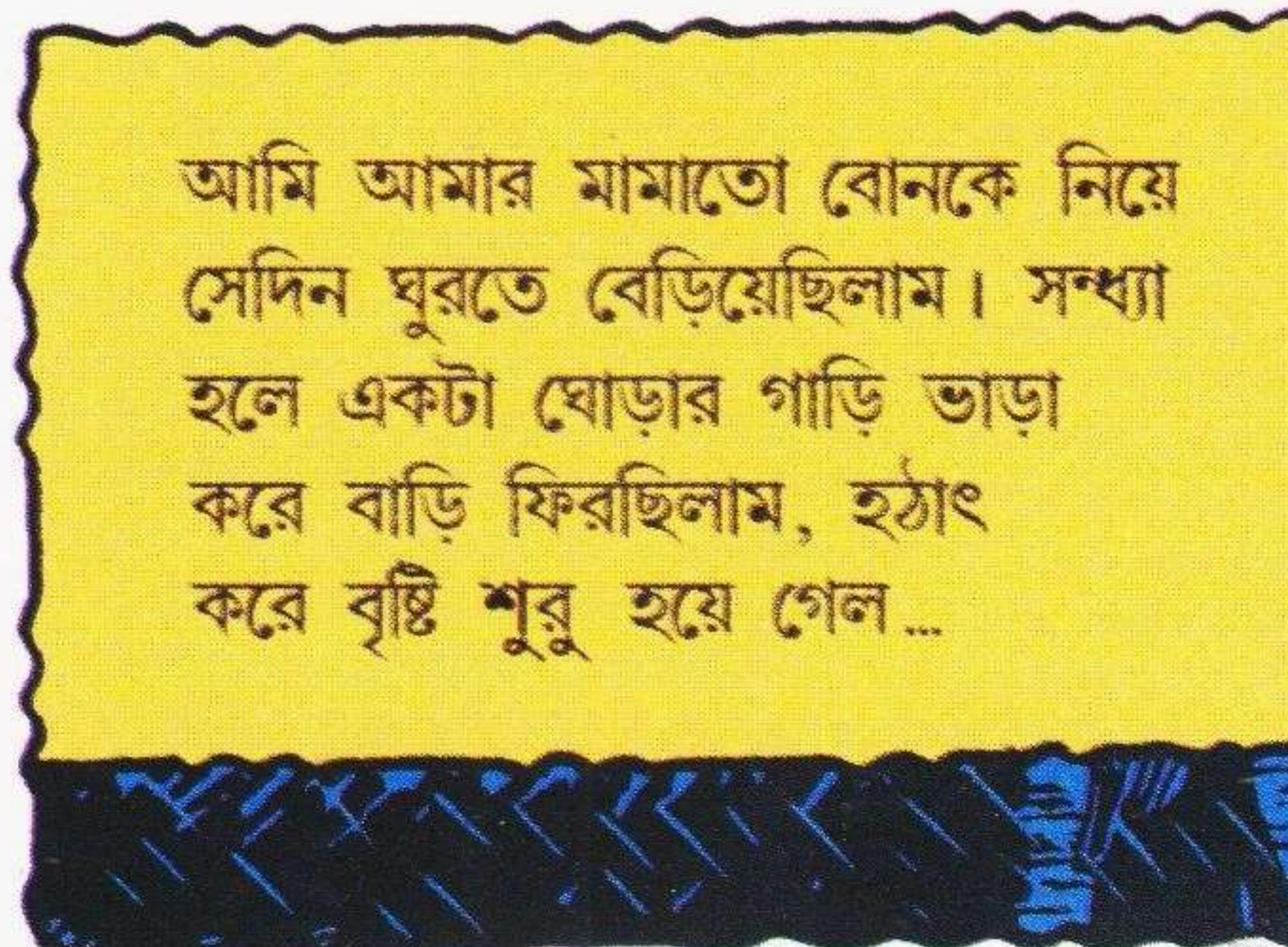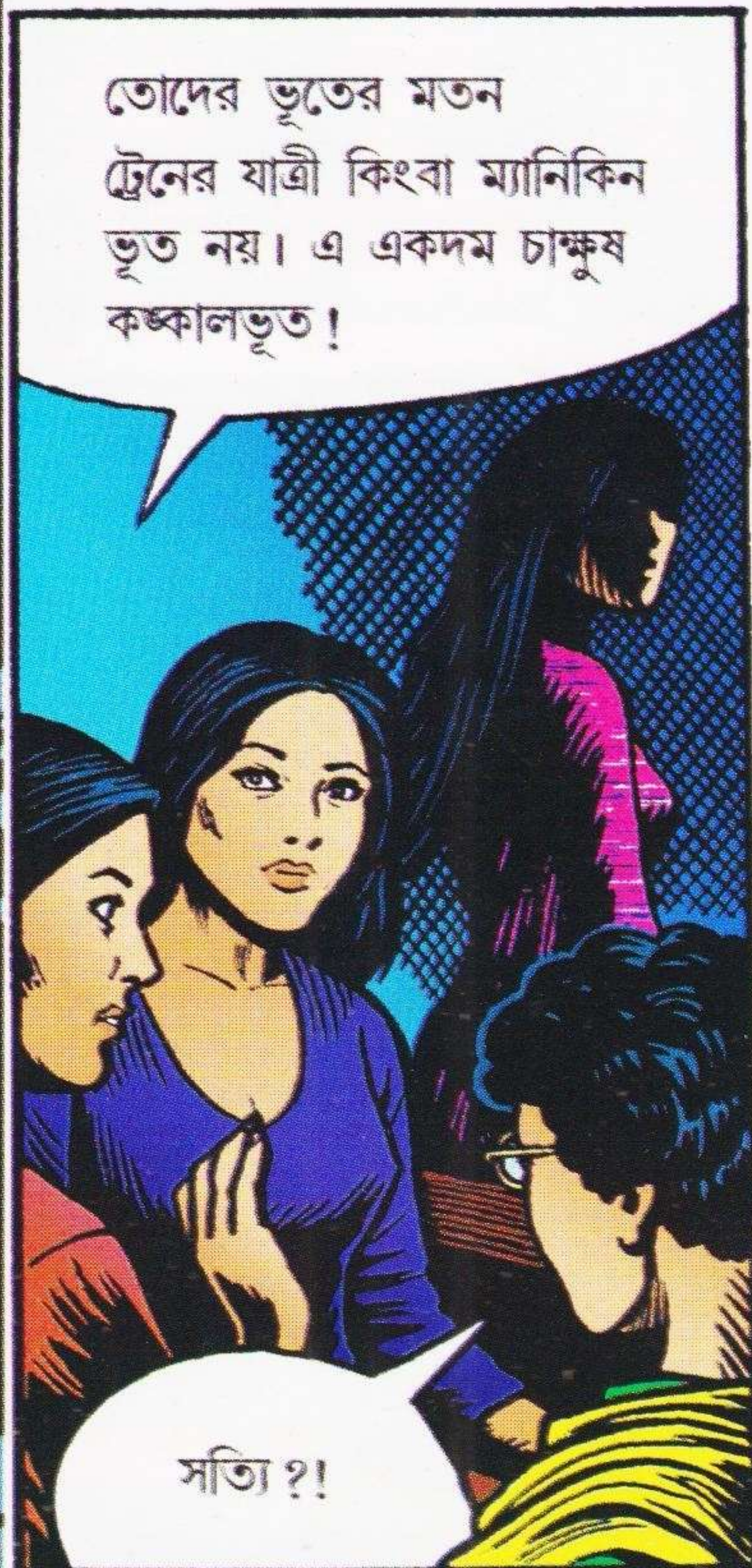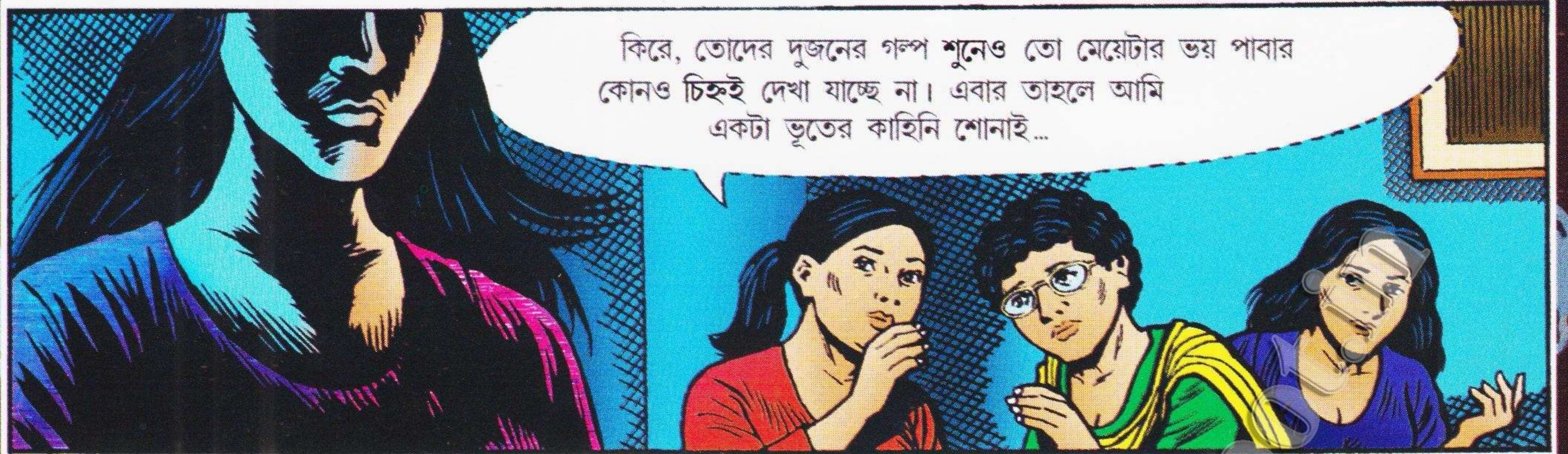
ভয়ে আতঙ্কে আমরা দুজনেই অজ্ঞান হয়ে যাই। প্রায় একঘন্টা পরে বাড়ির সামনে আমাদের অজ্ঞান অবস্থাতেই পাওয়া যায়...
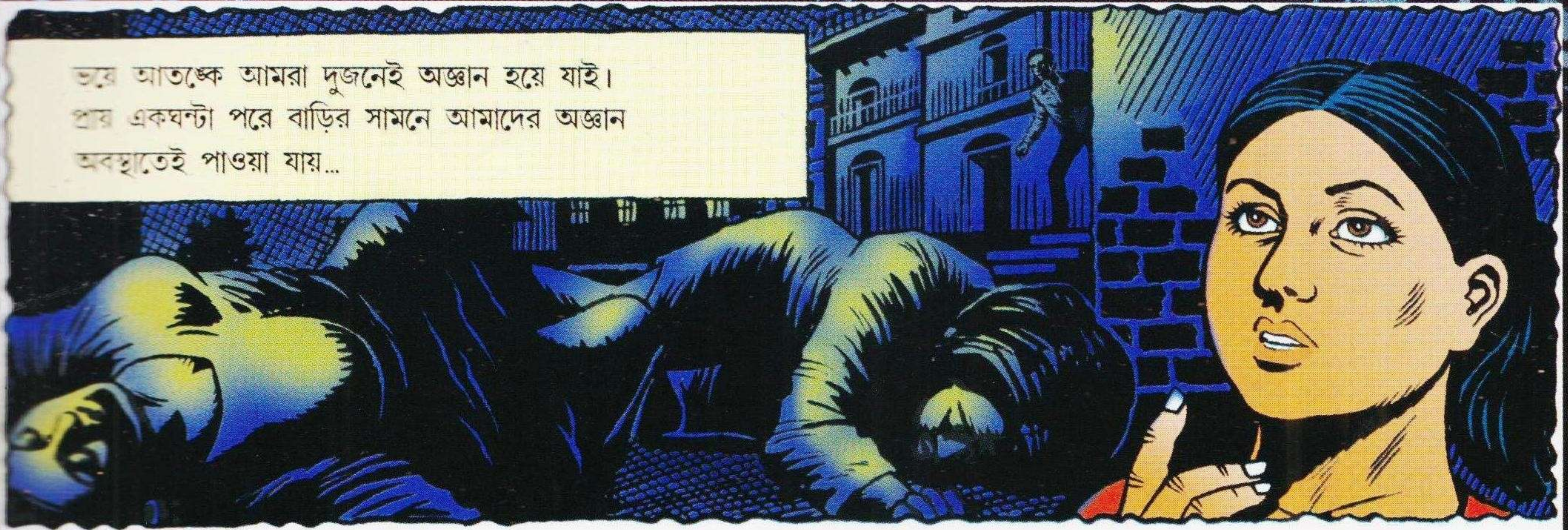
দেবযানীর বলা শেষ হলে এবার ওরা তিনজনেই নতুন মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায়...

তুমি ভূত দেখনি? তুমি এবার একটা ভূতের কাহিনি আমাদের শোনাও না...

সত্যি ভূতের গল্প?

তাহলে শোনো, এই হোস্টেলেই একবার একটি মেয়ের কাছে একটি মর্মান্তিক খবর আসে। এক মোটর দুর্ঘটনায় তার একমাত্র ভাই ও বাবা-মা মারা গেছে...
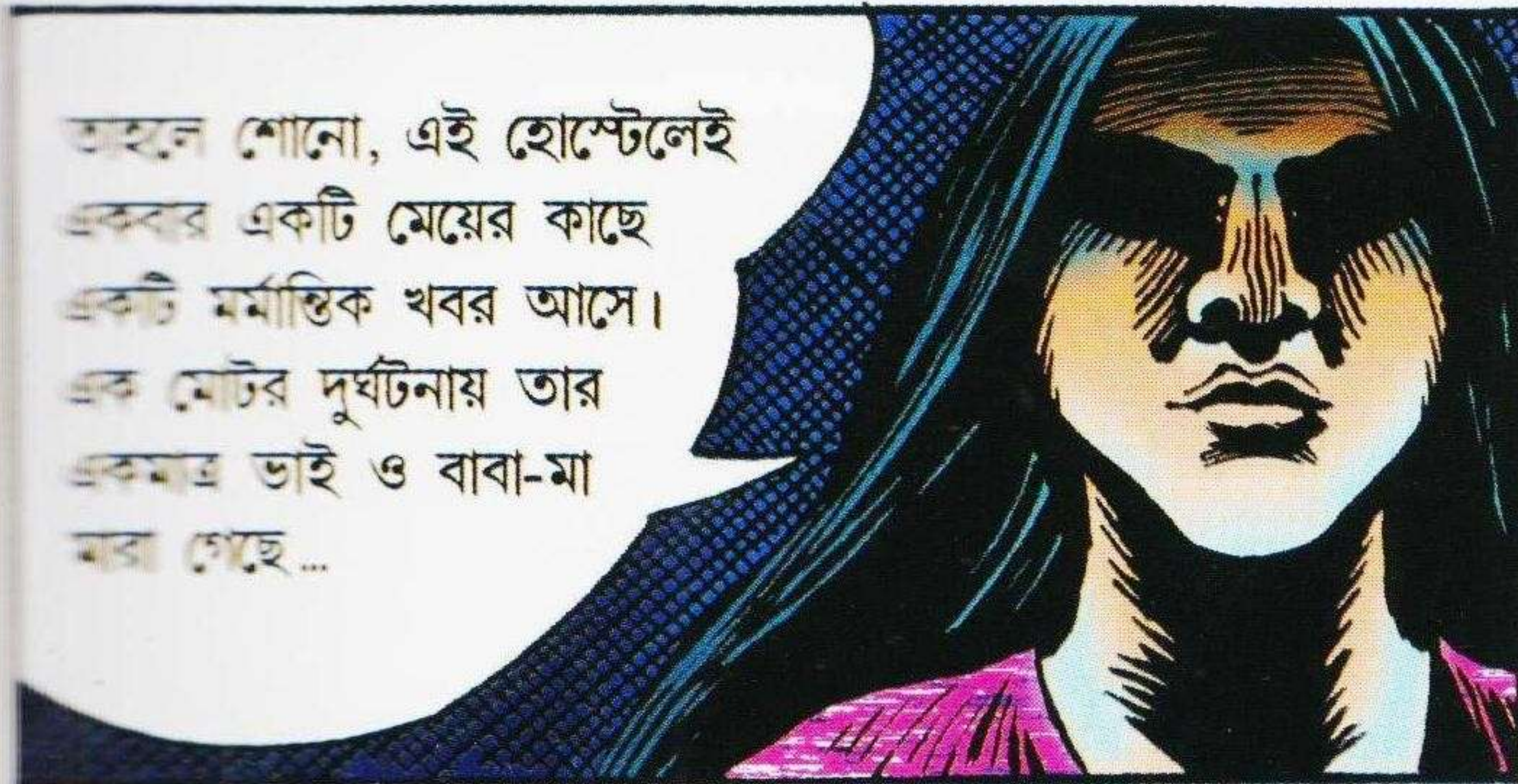
সেই শোক সামলাতে না পেরে মেয়েটি এই হোস্টেলের এই ঘরেতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে...

তুমি তো আজকেই এলে, তুমি এ কথা জানলে কী করে?!

কারণ আমিই সেই মেয়ে।

ঈ ঈ ঈ!!
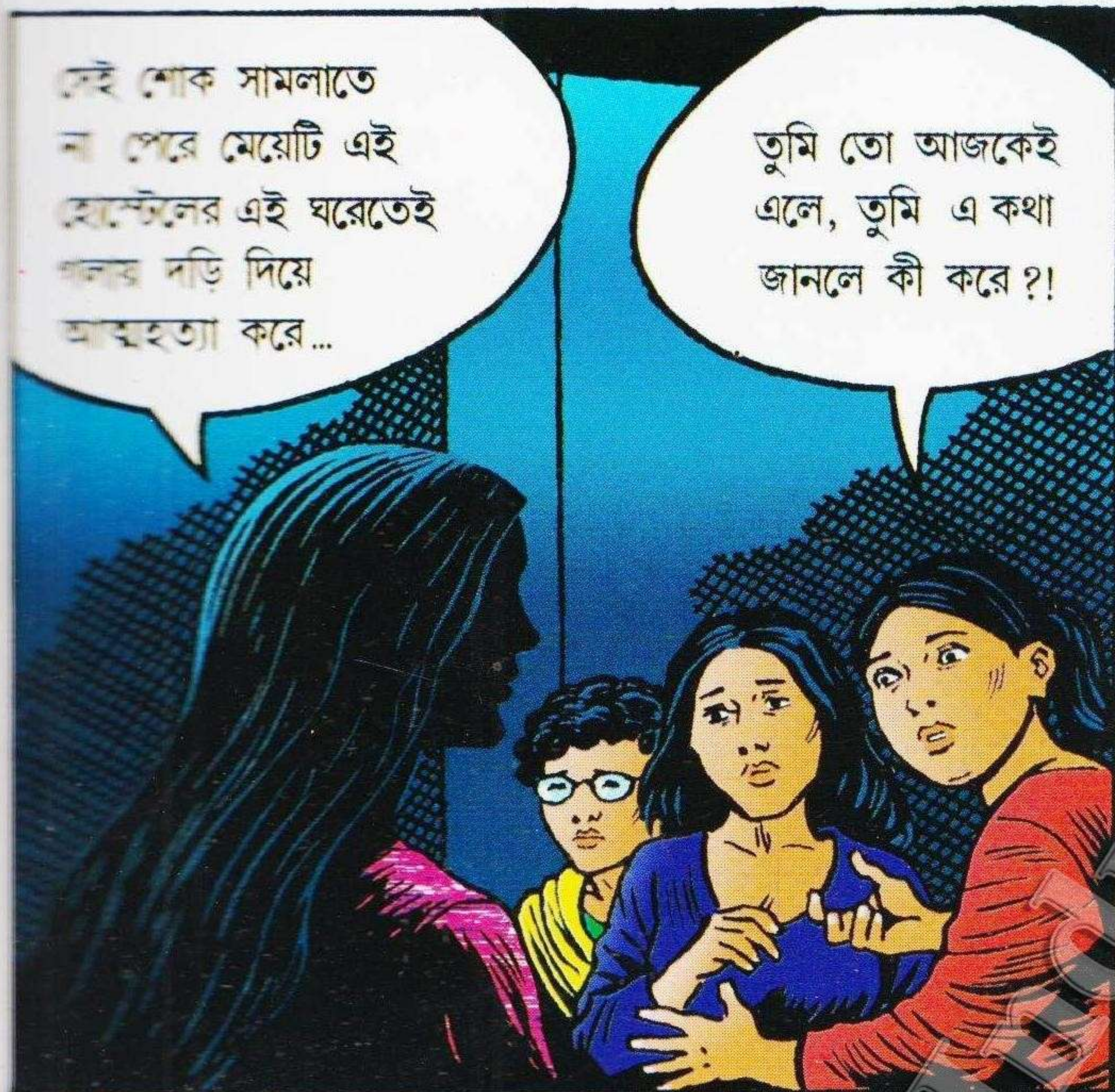
সমাপ্ত

অভিশপ্ত রাত

বিজন কর্মকার

উফ! কি দুর্যোগের রাত! ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপুনি ধরে গেল। আর আধঘন্টার মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব।

র-র- র-উ-উ...

র-র-র-র-উ-উ...

ও কিসের ডাক!

রাস্তা একেবারে শুনশান। লোকজনের চিহ্নও নেই। মনে হচ্ছে যেন প্রেতরাজ্যে ঢুকে পড়েছি।

কেউ যেন মনে হচ্ছে আমাকে অনুসরণ করছে...

নাকি মনের ভুল? নাহ! এখন ভালোয় ভালোয় ঘরে পৌঁছুতে পারলে বাঁচি।

র-র-র-র-উঁ...

পা চালিয়ে চললে আর মিনিট পনেরোর ভেতর ঘরে পৌঁছে যাব।

ওই যে! আবার সেই ডাক। নিশ্চয় হিংস্র কোনও জন্তু...

আহ!

বাদুড়টা সত্যিই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

টর্চটাও হারিয়ে ফেললাম। চাঁদের আলোই এখন একমাত্র ভরসা।

আ-উফ! আর চিন্তা নেই। প্রায় পৌঁছে গেছি।

সর্বনাশ! ওটা কী দেখা যাচ্ছে?

গ-র-র-র-র-র...

ওটা কুকুর, না নেকড়ে?

গ-র-র-র...

ওটা যাই হোক,
ওর লক্ষ্য আমি।

র-র-র-র-র...

জন্তুটা ঝাঁপিয়ে পড়ল
তার লক্ষ্যের ওপর...

আ-
আ-
আ

বিভাস,
তুই!!

হ্যাঁ
আমি...
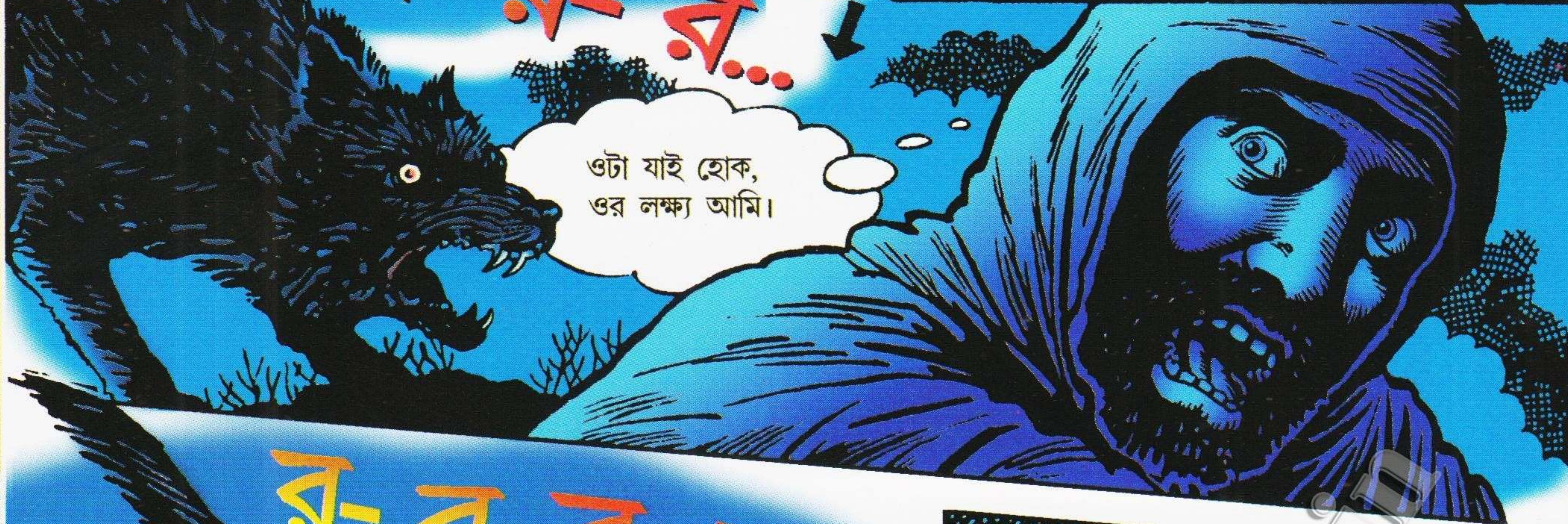
আজ এক বছর ধরে অপেক্ষা করছি আজকের রাতের এই মুহূর্তের জন্য...

না, না, আমাকে ক্ষমা কর...

তা হয় না।

প্রতিহিংসা পূরণ না হলে আমার আত্মার মুক্তি নেই।

তোর মনে পড়ে জয়ন্ত, আমরা এক বছর আগে কোম্পানির পনেরো লাখ টাকা চোট করে পালালাম...

এত টাকা দিয়ে আমরা কী করব বিভাস?

সে পরে ভাবা যাবে। এখন কিছুদিন আমাদের গা ঢাকা দিয়ে কোথাও থাকতে হবে।

তুই তোদের গ্রামের নির্জন বাড়িতে আমাকে নিয়ে এলি...

তারপর তুই আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করলি সব টাকা একাই ভোগ করার জন্য...

আ-আ-আ...

আমাকে তুই ক্ষমা করে দে বিভাস। প্রাণে মারিস না। যা আছে সব তুই নিয়ে নে...

হাঃ হাঃ, ওসব এখন আর আমার কোনও কাজেই আসবে না।

গ-র-র-র-র...

আ-আ-আ...
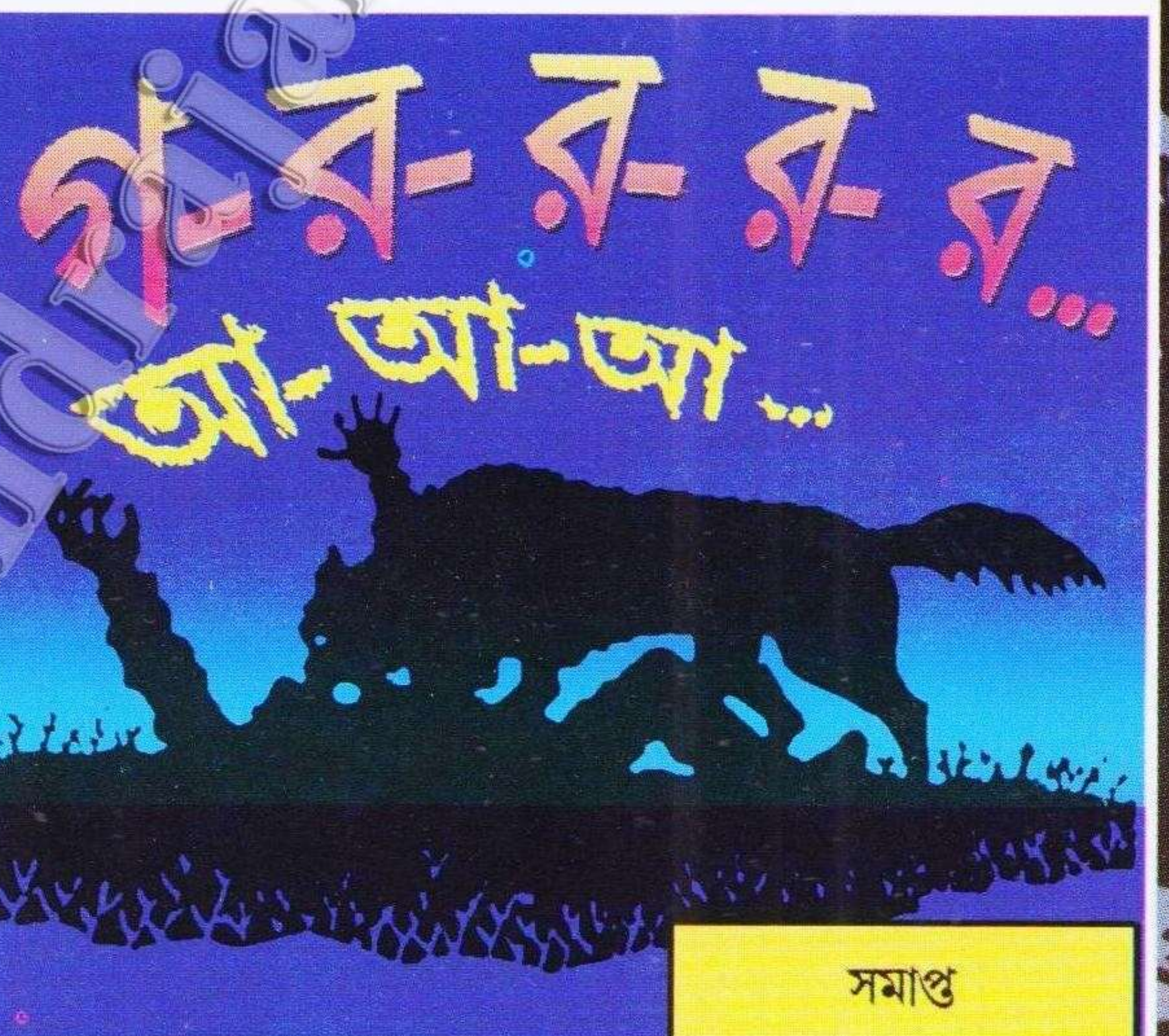
সমাপ্ত

ভুতুড়ে সৈনিক

বিজন কর্মকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ঘটনা,
যুদ্ধে গুরুতর আহত এক সৈনিক...

গভীর রাত। ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের
ড্রাইভার শক্ত হাতে গাড়ি চালিয়ে
আহত সৈনিকটিকে নিয়ে
শহরের দিকে রওনা হল...

মাঝরাস্তায় হঠাৎ আলো
জ্বলে উঠল আকাশে...

সেই আলোয় দেখা গেল
একজন পাহারাদার সৈনিক
রাস্তা অবরোধ করে
অ্যাম্বুলেন্সের সামনে
দাঁড়িয়ে আছে...

বাধ্য হয়ে ড্রাইভার গাড়ি
থামিয়ে দিল...
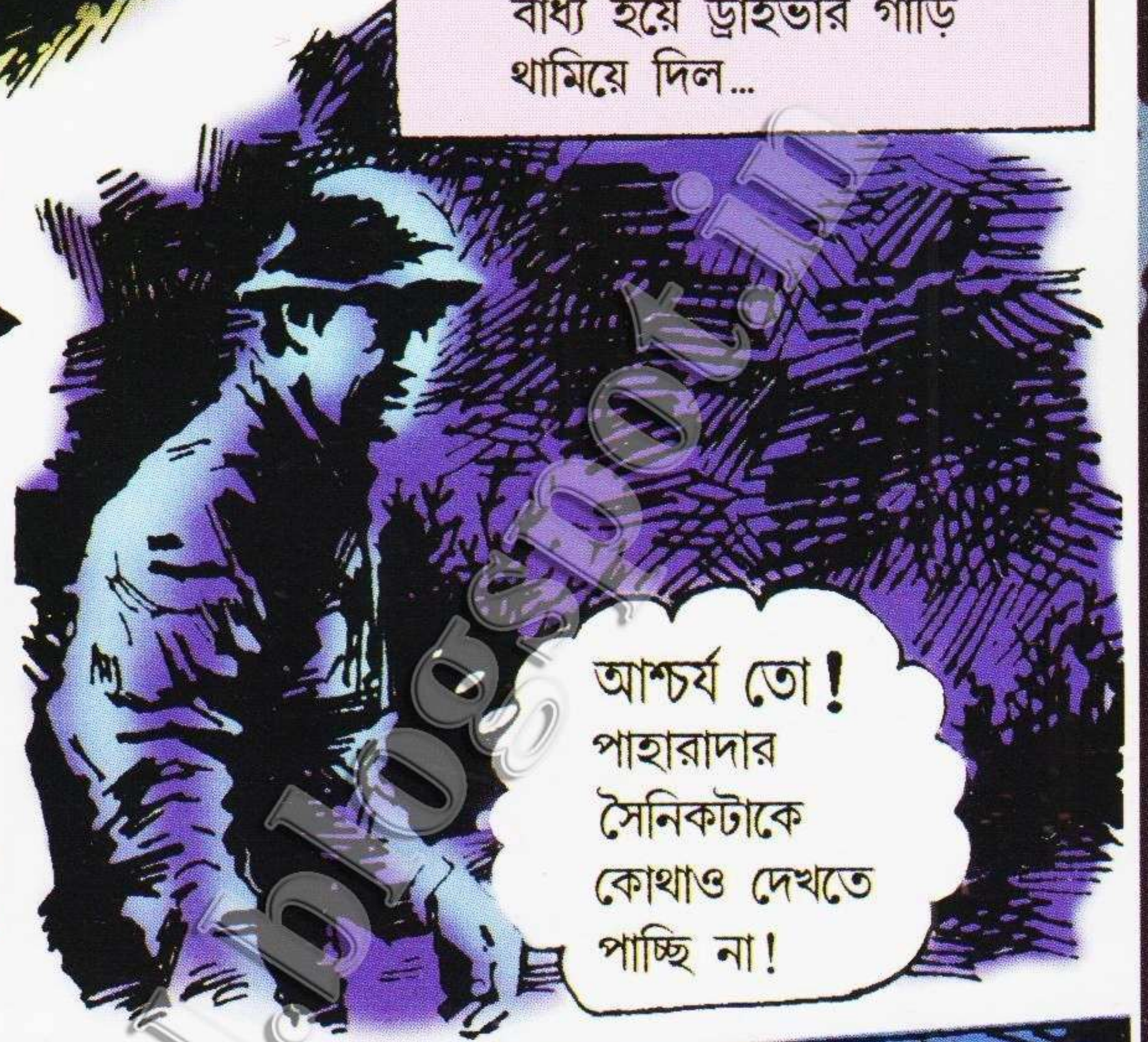
আশ্চর্য তো! পাহারাদার সৈনিকটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না!

সর্বনাশ! বিশাল গর্ত! আর কয়েক পা এগোলেই মৃত্যু অবধারিত ছিল।

ভুতুড়ে সৈনিকটির জন্যই
দুটি জীবন রক্ষা পেল...

শেষ

নরকের ডাক

বিজন কর্মকার

পুরনো এই সব ছবির বেশির ভাগই অনামী সব শিল্পীদের আঁকা। এই মহিলার ছবিটার প্রতি প্রত্যেকেরই আকর্ষণ। ১৯২১ সালে ছবিটা আঁকা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন ছবির বাঁদিকে শিল্পীর সাক্ষর। শিল্পী শুধুমাত্র নিজের নাম ও পদবীর প্রথম ডি.এস অক্ষর দুটিই শুধু লিখেছেন।

ছবিটা সত্যিই অপূর্ব! একেবারে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। এ ছবিটার দাম কত?

শহরের প্রখ্যাত আর্ট গ্যালারিতে ১৯১৫ থেকে ১৯২৫ সালের ভিতর আঁকা কিছু অনামী শিল্পীদের ছবির একটি প্রদর্শনীতে ...

আজ থেকে প্রায় ৮০/৮৫ বছর আগে এই ছবি নিয়ে বেশ কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর এটিকে বিক্রির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্য আরও ছবি আছে, দেখুন না...

মিস্টার দেশাই, আমি এই মহিলার ছবিটা যে কোনও দরে কিনতে চাই। আপনি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিন আমাকে। কোনও আজগুবি গল্পে আমি দমবার মতো লোক নই।

ঠিক আছে, আমি দেখছি। তবে আপনাকে আমি একজন শিল্প সমালোচকের নাম দিচ্ছি, জানি না তিনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা, ছবিটা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য আপনি জানতে পারবেন একমাত্র ওনার কাছেই...

সে সব আমি জেনে নেব। এখন আপনি আগে আমাকে ছবিটা কেনার ব্যবস্থা করে দিন।

দুই সপ্তাহ পর...

সর্বনাশ! এই ছবিটা আপনি কাছে রাখবেন না। এটা একটা অভিশপ্ত ছবি। ছবিটা অনেকের মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এনিয়ে আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে একটি পত্রিকায় লিখেওছিলাম।

ছবিটা সম্বন্ধে আপনি যা জানেন সব আমাকে বলুন। কেন এই অপূর্ব ছবিটাকে আপনি অভিশপ্ত বলছেন?

ডিক স্যামুয়েল নামে এক ব্রিটিশ শিল্পী ১৯২১ সালে এই ছবিটা এঁকেছিলেন। আরেক ব্রিটিশ সাহেব ডেভিড ওয়ালসের স্ত্রী কেটি ওয়ালসের লাইফ পোর্ট্রেট এটি।

ভারতে এসে মিসেস কেটি ওয়ালস গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও সুস্থ না হলে শেষে ডেভিড সাহেব এক তান্ত্রিক সাধকের শরণাপন্ন হন...

নরকতন্ত্র সিদ্ধ সেই সাধকের পরিচর্যায় সাহেবের স্ত্রী সুস্থ হয়ে ওঠেন...
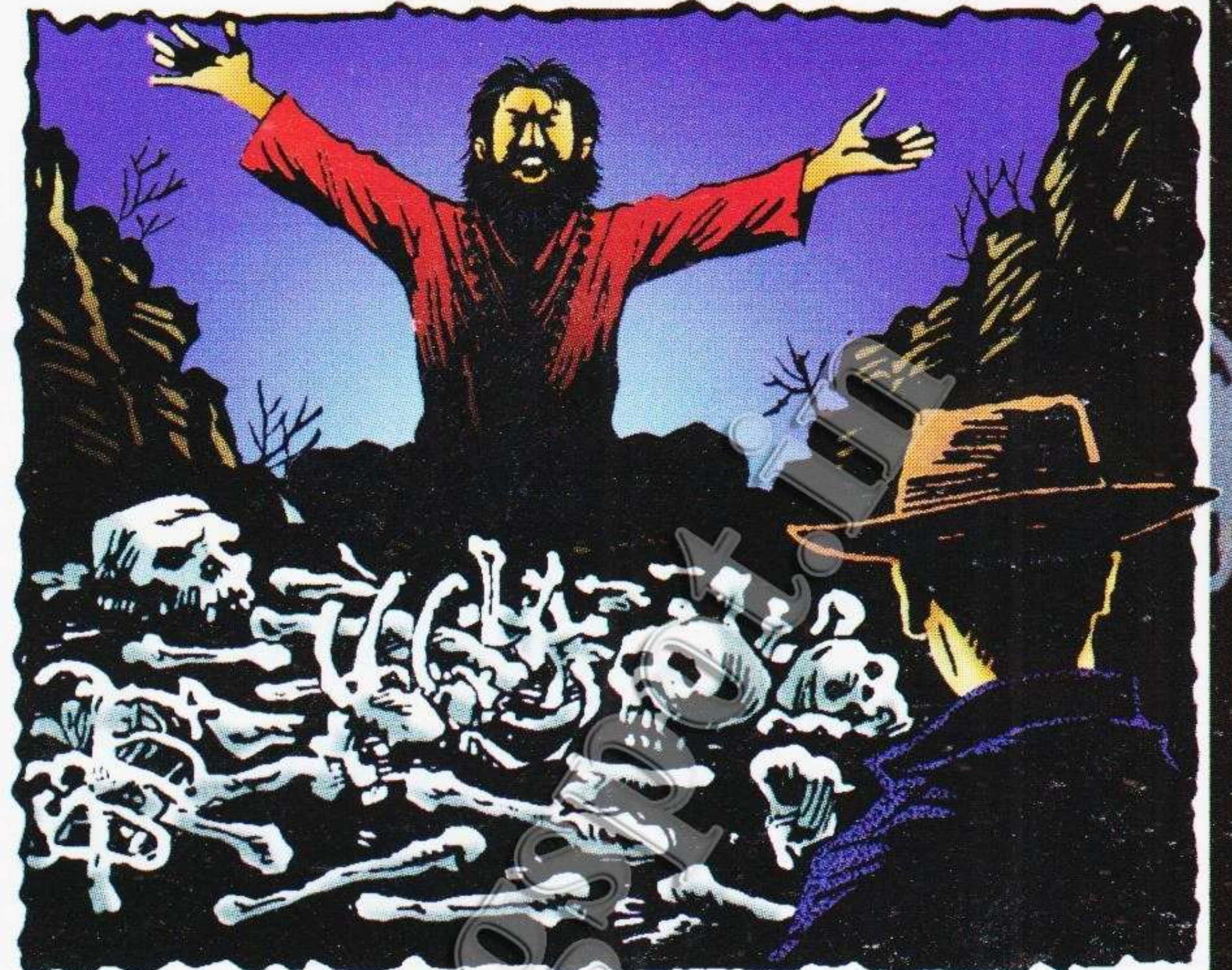
কিন্তু এর পরেই মিসেস কেটি ওয়ালসের জীবনযাত্রা একদম পাল্টে যায়। দিনের বেলা তাকে ঘরের বাইরে দেখাই যেত না। এবং এক বছরের ভিতর কয়েক মাস অন্তর তিন জন কাজের লোকের মৃত্যুতে ডেভিড সাহেব এবার নিজের স্ত্রীর আচরণের উপরে সন্দিহান হয়ে উঠলেন...

কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ একদিন ডেভিড সাহেবকেই আক্রমণ করে বসলেন মিসেস কেটি ওয়ালস...

ওহ্! গড্ সেভ মী...

কিছুদিন পর ডেভিড সাহেবের সমস্ত কিছুর সঙ্গে এই ছবিটাও বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু এই ছবিটা যারাই কিনেছে তাদেরই অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটেছে...

সাহেবের নিস্প্রাণ দেহ পাওয়া গেলেও এরপর থেকে তাঁর স্ত্রীকে সশরীরে আর কোথাও খুঁজেও পাওয়া যায়নি...

আমার তখন অল্প বয়স, ছবির ব্যাপারে খোঁজখবর নিই। পূর্বের ঘটে যাওয়া সব কিছুই তখন জানতে পারি এবং অভিশপ্ত এই ছবি সম্বন্ধে কাগজেও লিখি...

এরপর ছবিটি একটি আর্ট গ্যালারিতে ফেলে রাখা হয়। দীর্ঘদিন এইভাবেই ছবিটি লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল। অনেকেই ভুলে গেছে ছবিটার কথা...
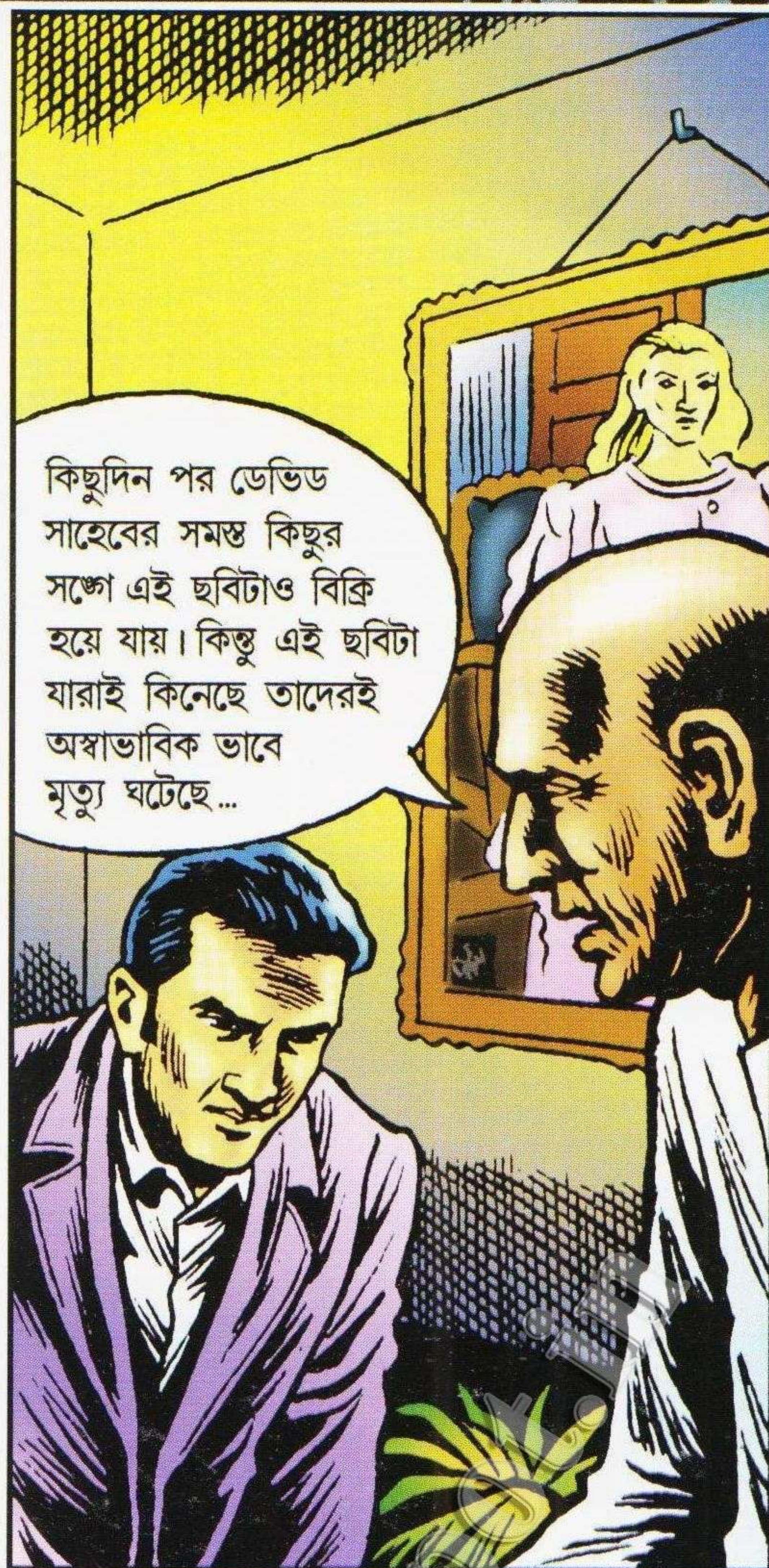
হাঃ হাঃ হাঃ, যত সব আজগুবি আষাঢ়ে গল্প! আপনি ভেবেছেন এই গল্প আমি বিশ্বাস করব? এ হতেই পারে না।

ঈশ্বর করুন, যেন তা না হয়। ঠিক আছে, আপনি সাবধানে থাকবেন...

যত সব কুসংস্কার! সত্যি! কী অপূর্ব প্রাণবন্ত এই ছবি। আমার ড্রয়িং রুমের শোভা বেড়ে গেছে।

ওহ্! ছবির মহিলার চাহনি এত তীক্ষ্ণ, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না...

গভীর রাত্রে...

একী! এতো ছবির সেই মহিলা...

ওহ্, ভগবান!

এ হতে পারে না।

না-আ...

সমাপ্ত

সর্বনাশা নীলা

কাহিনি : হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি : বিজন কর্মকার

মহানগরী কলকাতার উত্তর অঞ্চলের স্বল্প আলোকিত অন্ধগলিতে জনশব্দশূন্য একখানা বিরাট পুরনো বাড়ির ভেতরে...

শোনো, শোহনলাল, একখানা নীলার ব্যাপারে তোমাকে ডেকেছিলাম।

সাঁওতাল পরগনার এক পাহাড়ে গুহার মধ্যে অদ্ভুত এক দেবতা আছে। রং করা কাঠে গড়া বারো ফুট উঁচু সেই মূর্তি। মূর্তিটার গলার মালায় আছে একখানা আশ্চর্য নীলা, ওজন নাকি দেড়শ ক্যারেট।
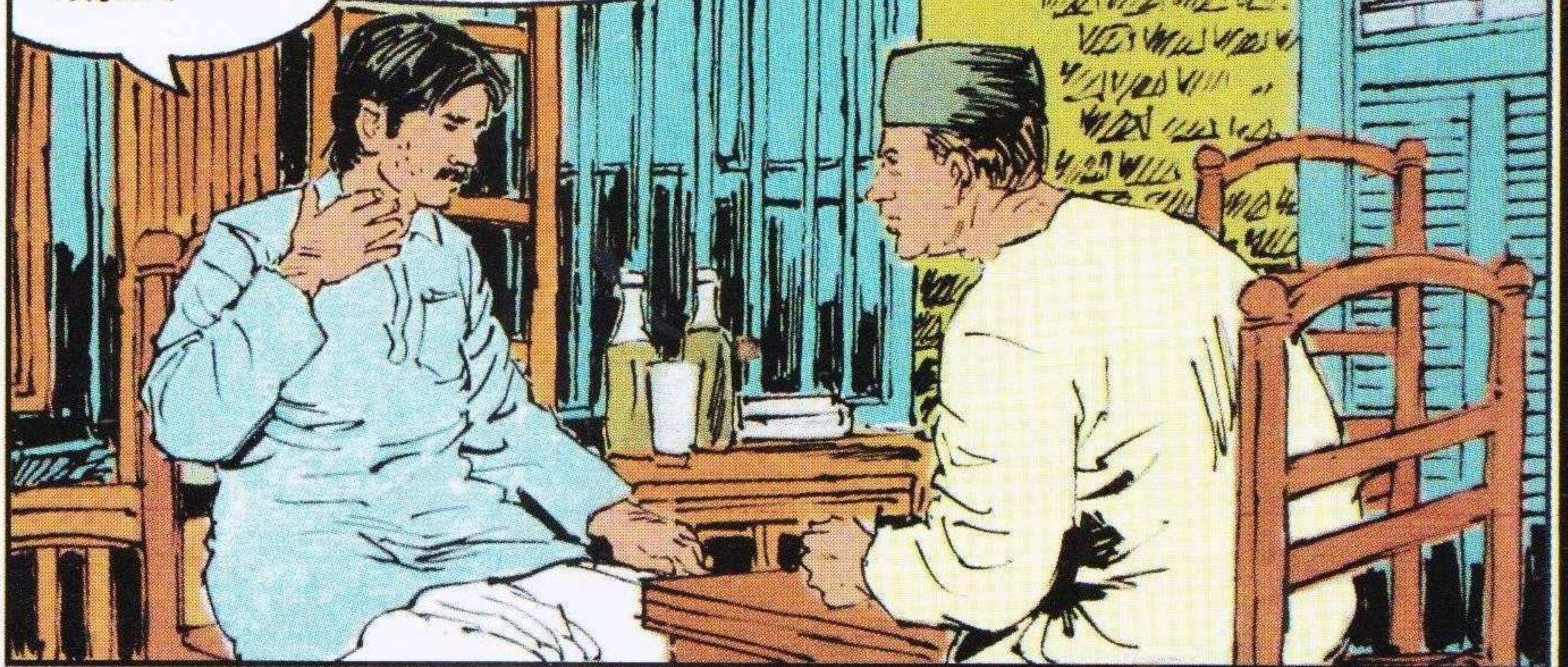
দেড়শ ক্যারেট। বল কী?

ফরাসি গভর্নমেন্ট একবার বাংলাদেশ থেকে একখানা একশ ক্যারেটের নীলা কিনেছিল। তারই দাম এক লক্ষ দু হাজার টাকা।

তাহলে এ নীলাখানার কত দাম হবে ভাবতে পার?

গরিব সাঁওতালরা এত দামী নীলা কোথা থেকে পেল?
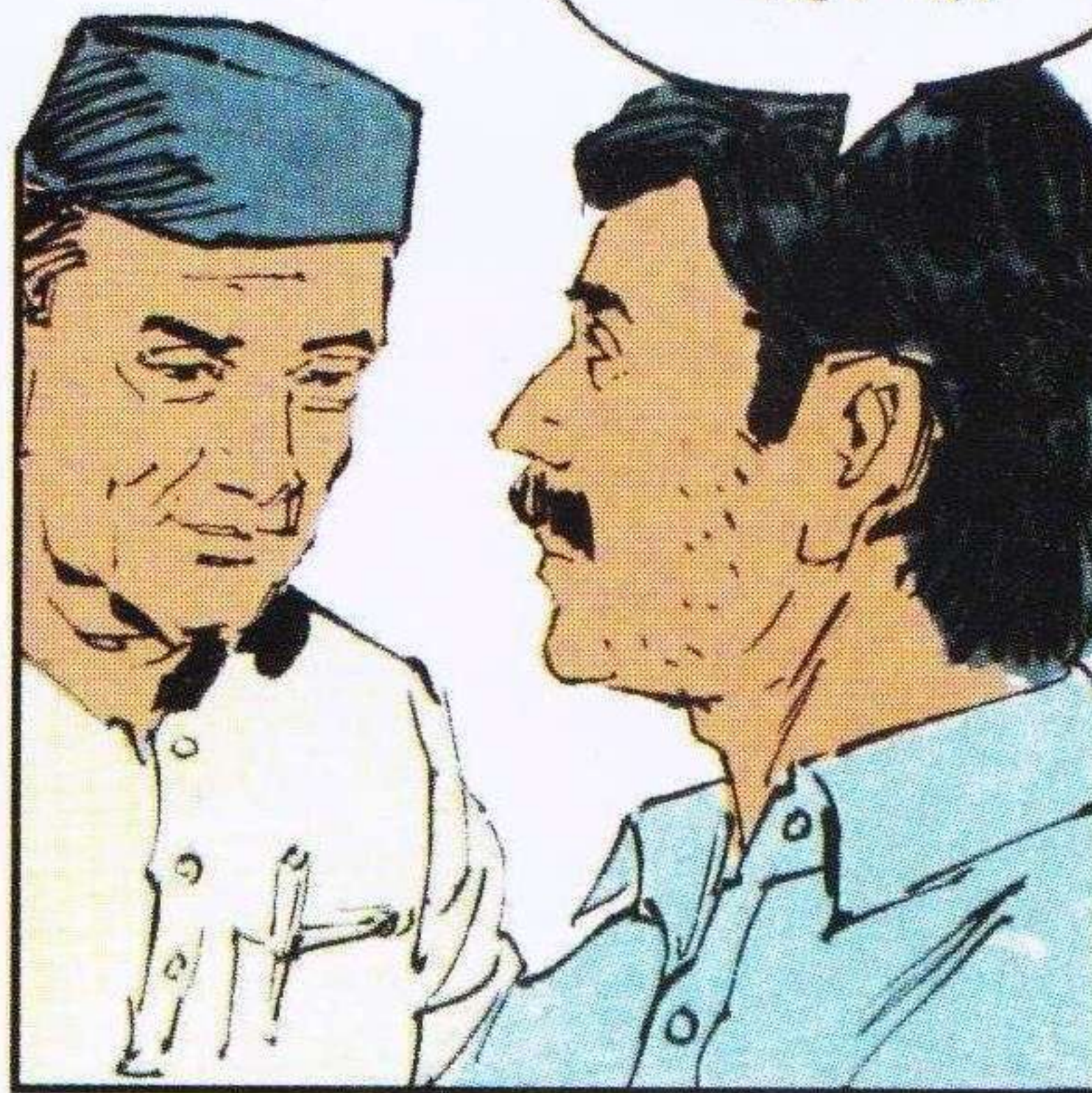
তা কেউ জানে না।

এই কাঠের দেবতাটি নাকি আসলে ভূত। অতি প্রাচীন, বয়স তিনশ বছর হবে। মূর্তিটা বীভৎস। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

সাঁওতালদের বিশ্বাস, তাদের দেবতা ওই নীলা নিয়েই পরলোক থেকে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবশ্য নীলাখানার কথা তারা কারও কাছে প্রকাশ করে না। আমি দৈবাত জানতে পেরেছি।

আর জানতে পেরেই নীলাখানা চুরি করার জন্য চুনীলাল আর হীরালালকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওদের জন্যই অপেক্ষা করছি, ট্রেনের সময় তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

সাঁওতালরা অমন বহুমূল্য রত্ন অরক্ষিত অবস্থায় নিশ্চয়ই রাখবে না। তাহলে ওরা কি করে নীলাটা চুরি করবে?
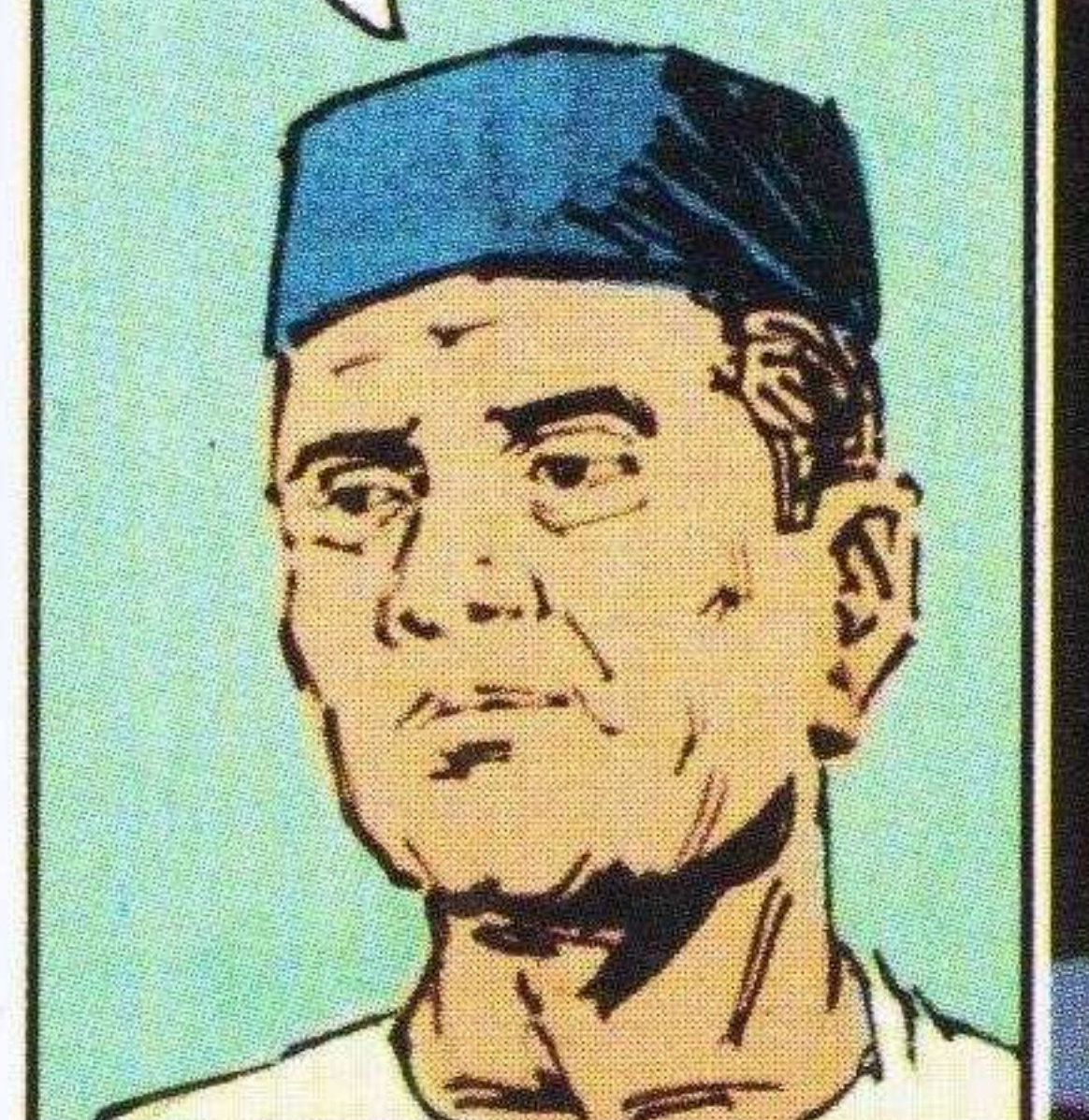
ওদের ভেতরে লোভী লোকের অভাব নেই। কিন্তু ভুতুড়ে দেবতাকে ওরা যমের মতো ভয় করে। তাদের বিশ্বাস, যে ওই নীলা চুরি করবে তার সর্বনাশ হবে।
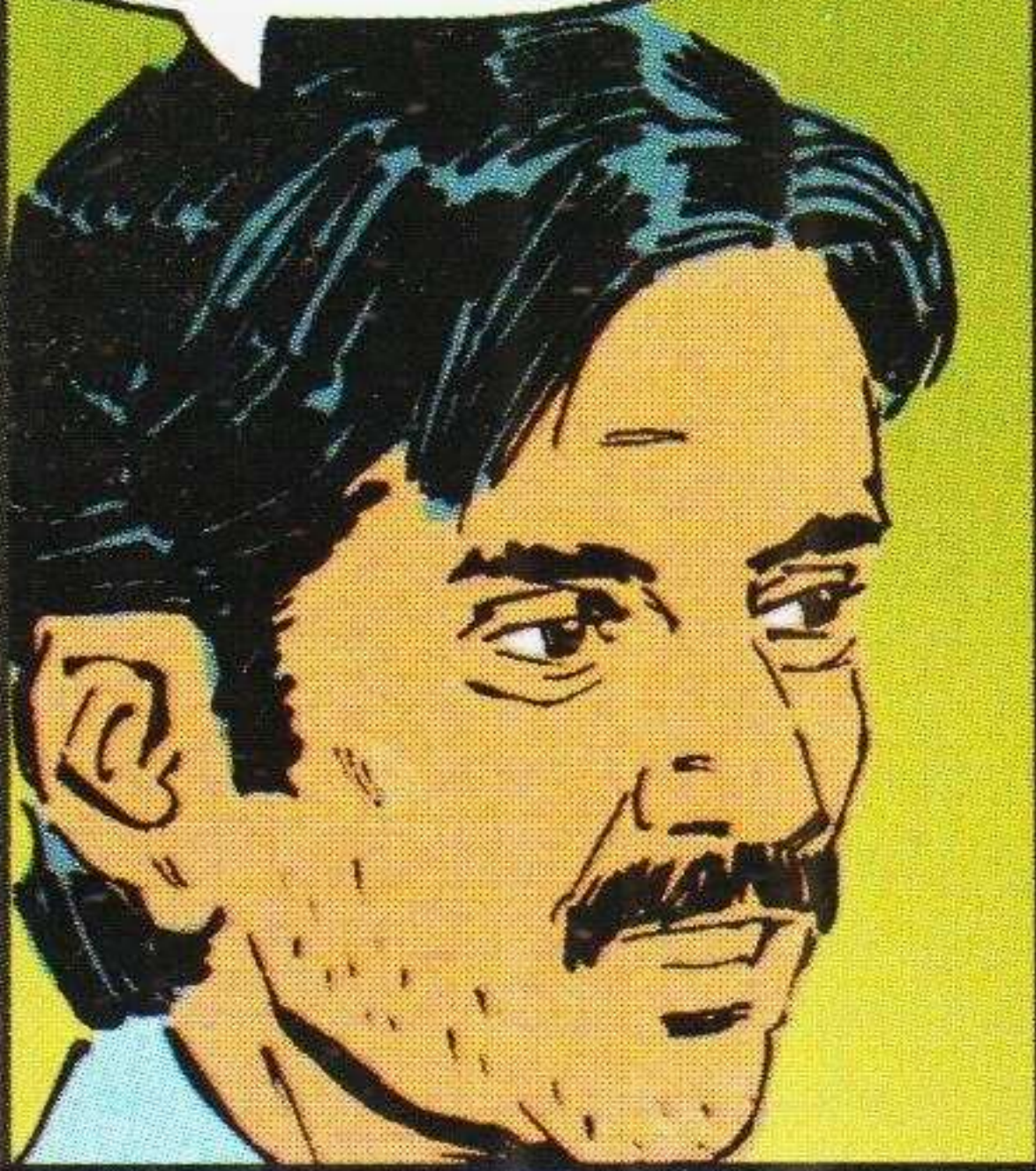
এরকম বিশ্বাসের কারণ?

অনেককাল আগে নাকি একজন লোভী সাঁওতাল ওই নীলা চুরি করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। পরের দিনই ভুতুড়ে মূর্তিও অদৃশ্য হয়।

কিন্তু দু-দিন পরেই সবাই দেখে তাদের দেবতা আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। গলায় ঝুলছে সেই নীলা, নীলার গায়ে রক্তের দাগ। পরে জানা যায় সেই চোর সাঁওতালটি কোনও অজ্ঞাত কারণে খুন হয়েছে।

যত সব গাঁজাখুরি গল্প।

আরও একটা গল্প আছে। এতে গাঁজার গন্ধ বেশি নেই।

একবার রাতে এক চোর গুহার ভিতরে ঢুকেছিল কিন্তু গুহার ছাদ থেকে মস্ত একখানা পাথর খসে তার মাথায় পড়ে।

সকালে গিয়ে সবাই দেখে চোরের মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। আর তার হাতের মুঠিতে তখনও ধরা রয়েছে সেই সর্বনেশে নীলা।

সাঁওতালদের মত হচ্ছে, ওই দেবতাই পাথর ছুঁড়ে চোরটির দফা রফা করে দিয়েছিলেন।
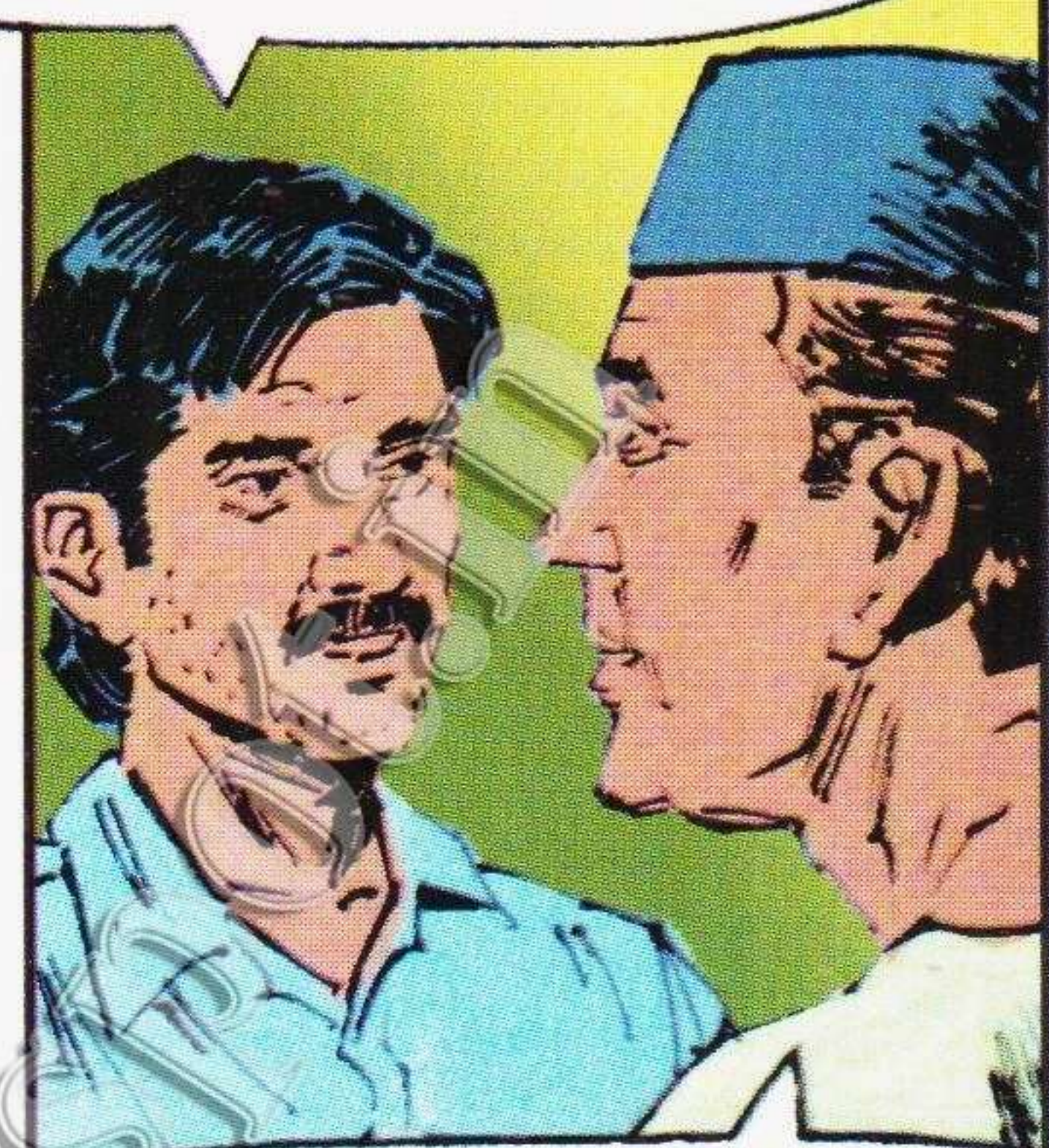
এসব রূপকথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে কী জন্যে ডেকেছ?

নীলাখানা বিক্রির জন্য। তুমি জহুরী। তার উপর চোরাই মাল বিক্রি করতে ওস্তাদ।

নীলাখানা যদি আমি দেড়লাখ টাকায় বেচে দিতে পারি তাহলে আমাকে কত দেবে?

দশ পারসেন্ট।

মোটে পনেরো হাজার টাকা? উঁহু। তা হয় না। এসব কাজে পদে পদে বিপদ। আমি পঁচিশ হাজার টাকা চাই।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আগে চুনীলাল আর হীরালালকে আসতে দাও।

আধঘন্টা পর...

হয় ওরা নীলা নিয়ে উধাও হয়েছে, নয় কোনও বিপদে...

না। সিঁড়ির উপর আমি হীরালালের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

?!!
পান্নাবাবু, পান্নাবাবু...
?!
সেন্স নেই। ওর জ্ঞান না ফিরলে তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।
চল, একে বিছানায় শুইয়ে দিই।
না, ওর হাতের মুঠো কিংবা জামা প্যান্টের পকেটে কোথাওই নীলাটা দেখছি না। জ্ঞান হওয়া অবধি অপেক্ষা করতেই হবে।
পান্নাবাবু...
কি ব্যাপার হীরালাল? কি হয়েছে তোমার?
ওঃ, অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি।
সে কী?
কলকাতার পুলিশ চুরির খবর পেয়েছে। নিশ্চয় ওখানকার পুলিশ তাদের খবর পাঠিয়েছে। হাওড়ায় তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। অনেক কষ্টে তাদের ফাঁকি দিয়েছি।
তাহলে নীলাখানা পেয়েছ? কই, সে নীলা আমায় দেখাও।
কি ব্যাপার, তুমি চুপ করে আছ কেন? তবে কি সে নীলাখানা চুনীলালের কাছে? চুনীলাল কোথায়?
চুনীলাল এখন নরকের দিকে যাত্রা করেছে।
কি বলছ? নীলাখানা পেয়েছ কিনা? সব খুলে বল।
শুনুন তবে, কাল অমাবস্যার রাত গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গা ঢেকে আমরা দুজনে গুহার দরজার কাছে গেলুম।
আস্তে। সাঁওতাল পুরুতটার নাক ডাকছে।
ঘ-ড়-ড়-ড়
চুনীলাল পুরুতটার গলা টিপে ধরল।
আঃ আঃ
এ জন্মের মতো তোমার নাক ডাকা বন্ধ করে দিলাম।

গুহার ভেতরে ঢুকে টর্চ জ্বেলে দেখলুম, সেই ভীষণ ভূত দেবতার ভয়ঙ্কর মুখে দুটো ড্যাবডেবে আগুন চোখ দপ দপ করে জ্বলছে।

চুনীলাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের উপরে চড়ে মূর্তির গলার হার থেকে কোনরকমে নীলাখানা ছিঁড়ে নিল...
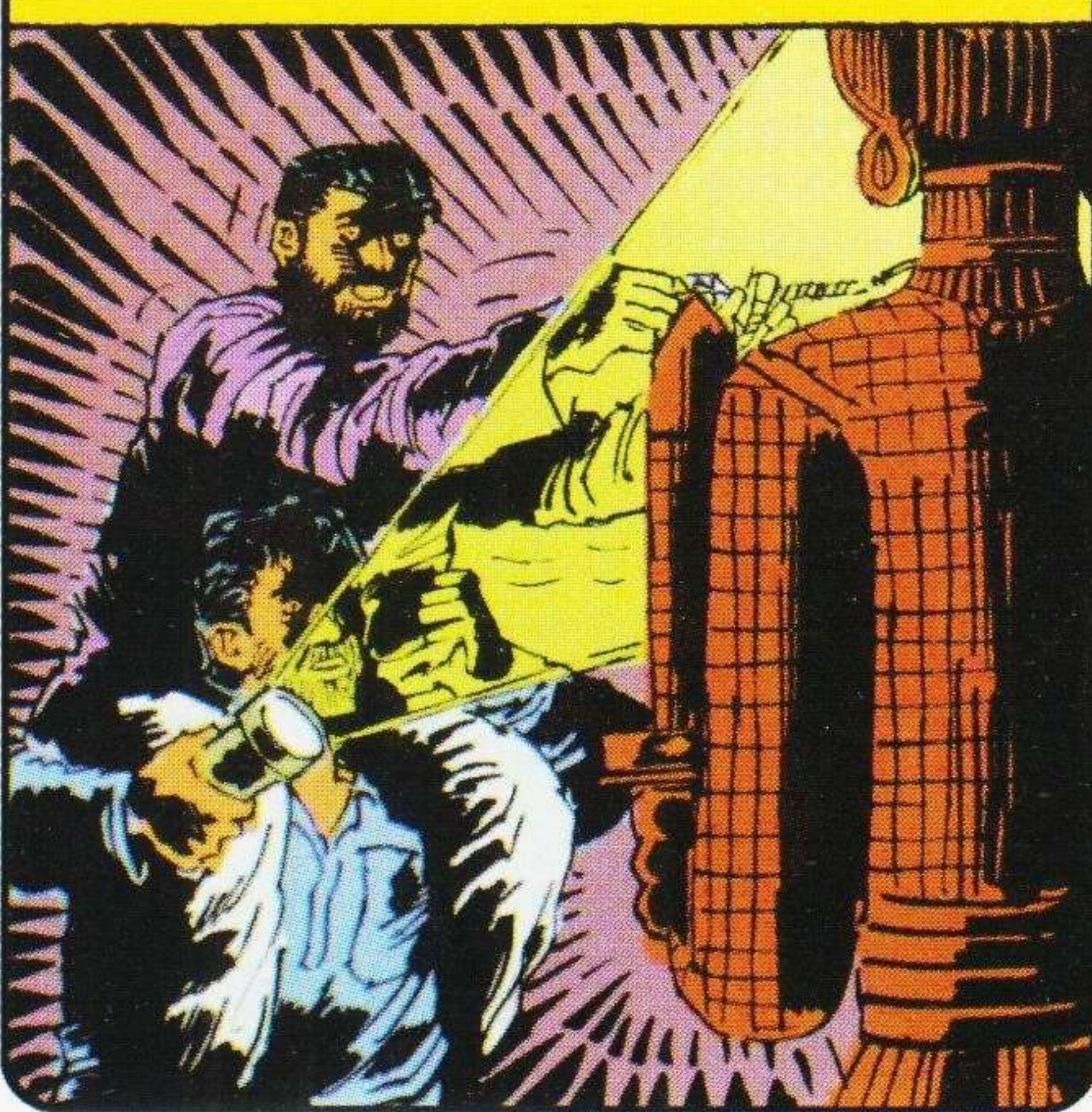
আ-আ-আ-আ-

টর্চের আলো ফেলে দেখি চুনীলাল মাটির উপরে ছটফট করছে।

পাশে পড়ে রয়েছে নীলাখানা।

নীলাটা হাতে নিতেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখি মস্ত একটা সাপ।

ফোঁস

ফোঁস
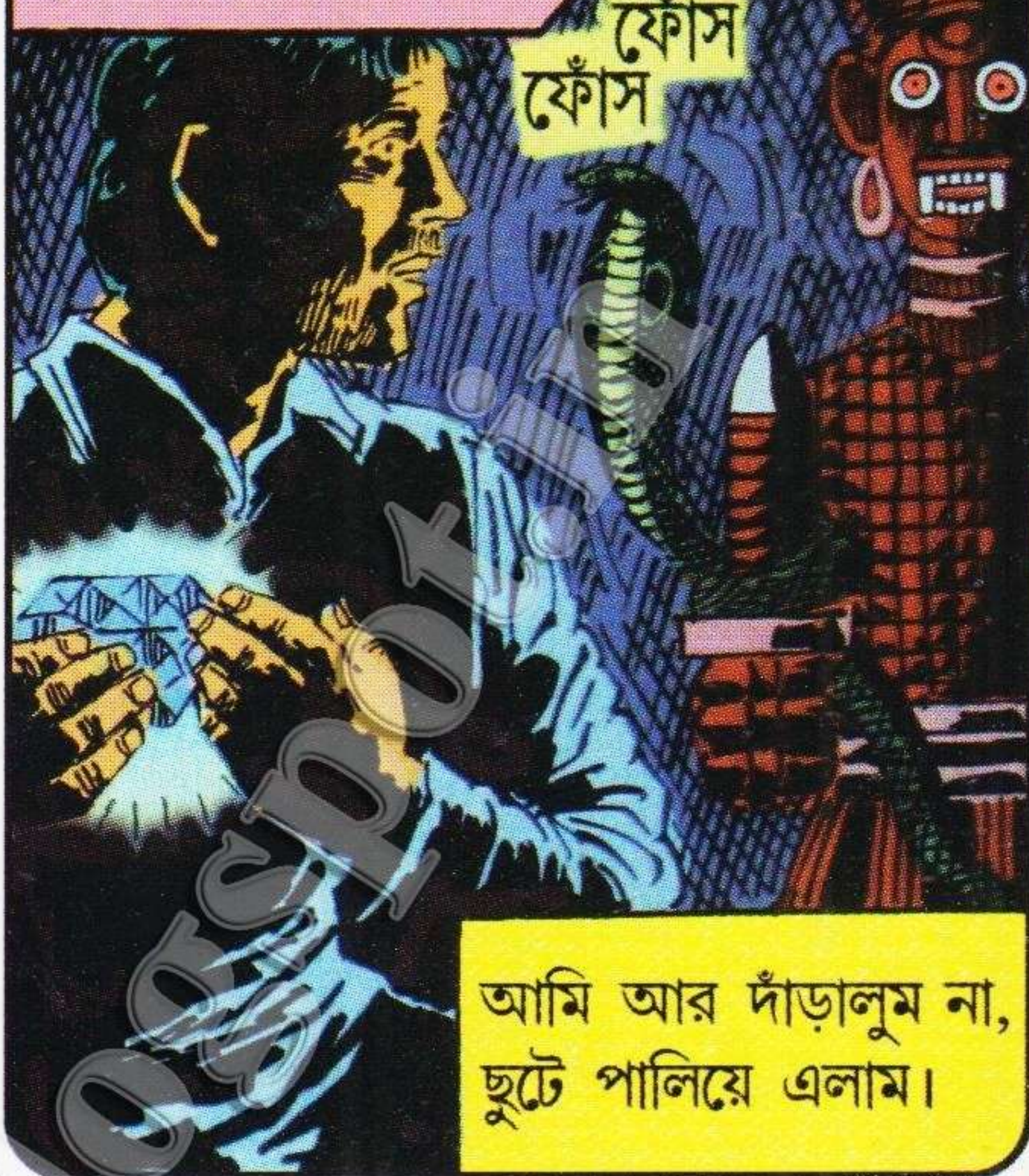
আমি আর দাঁড়ালুম না, ছুটে পালিয়ে এলাম।

নরকে যাক চুনীলাল। সে নীলাখানা কোথায়? দাও। আমি এখনি চাই।

এই যে আপনার নীলা।

আশ্চর্য নীলা। এর তুলনা নেই।

এ নীলা আমার বেচবার ইচ্ছা নেই।

সে কী! আমার পঁচিশ হাজার টাকা মাঠে মারা যাবে?

ওটা না বেচলে আমার টাকা দেবে কে? ওর জন্য চুনীলাল মরেছে। আমি যমের দরজা থেকে ফিরে এসেছি।
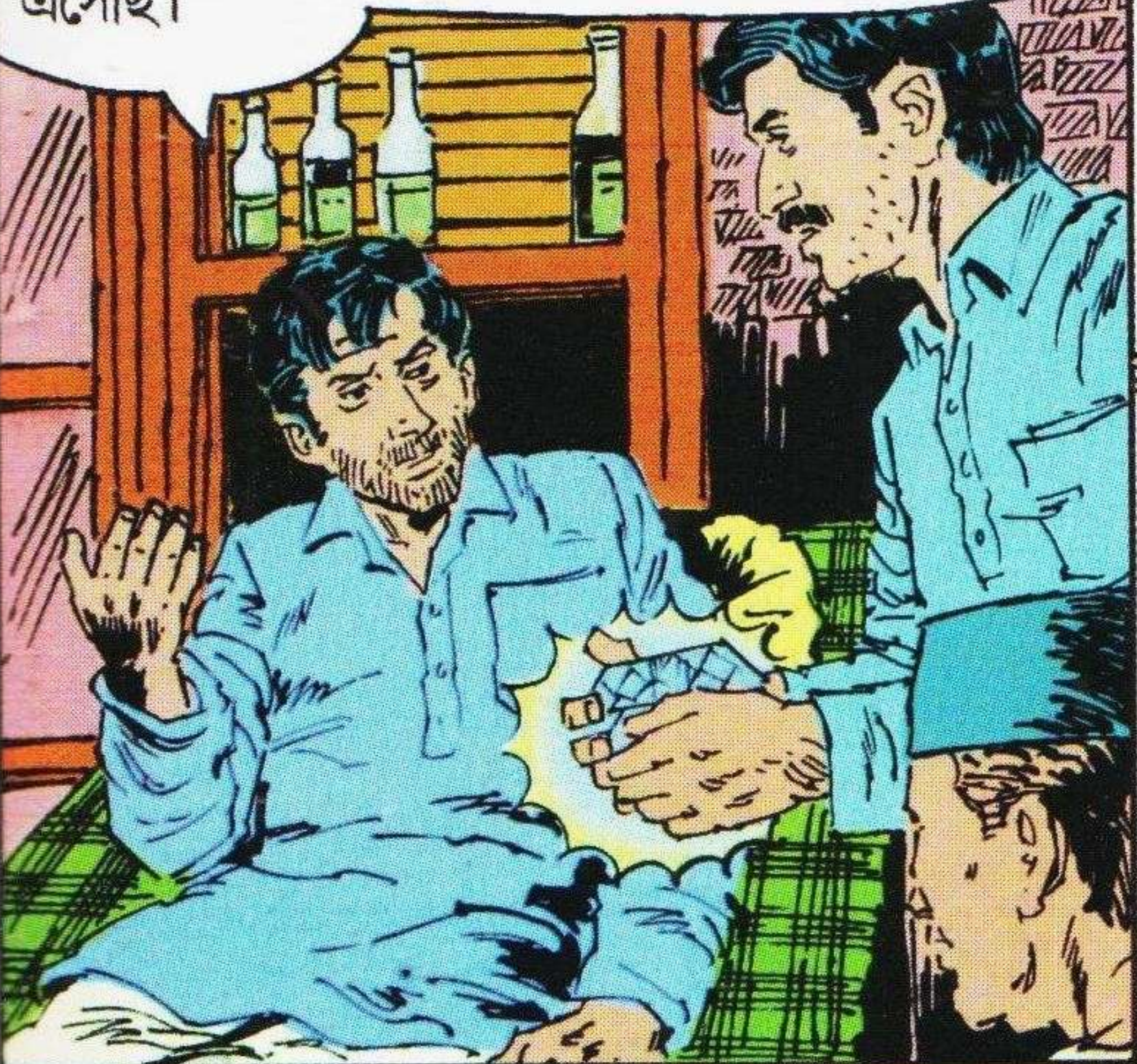
তোমাকে তিন হাজার টাকা বকশিস দেব।
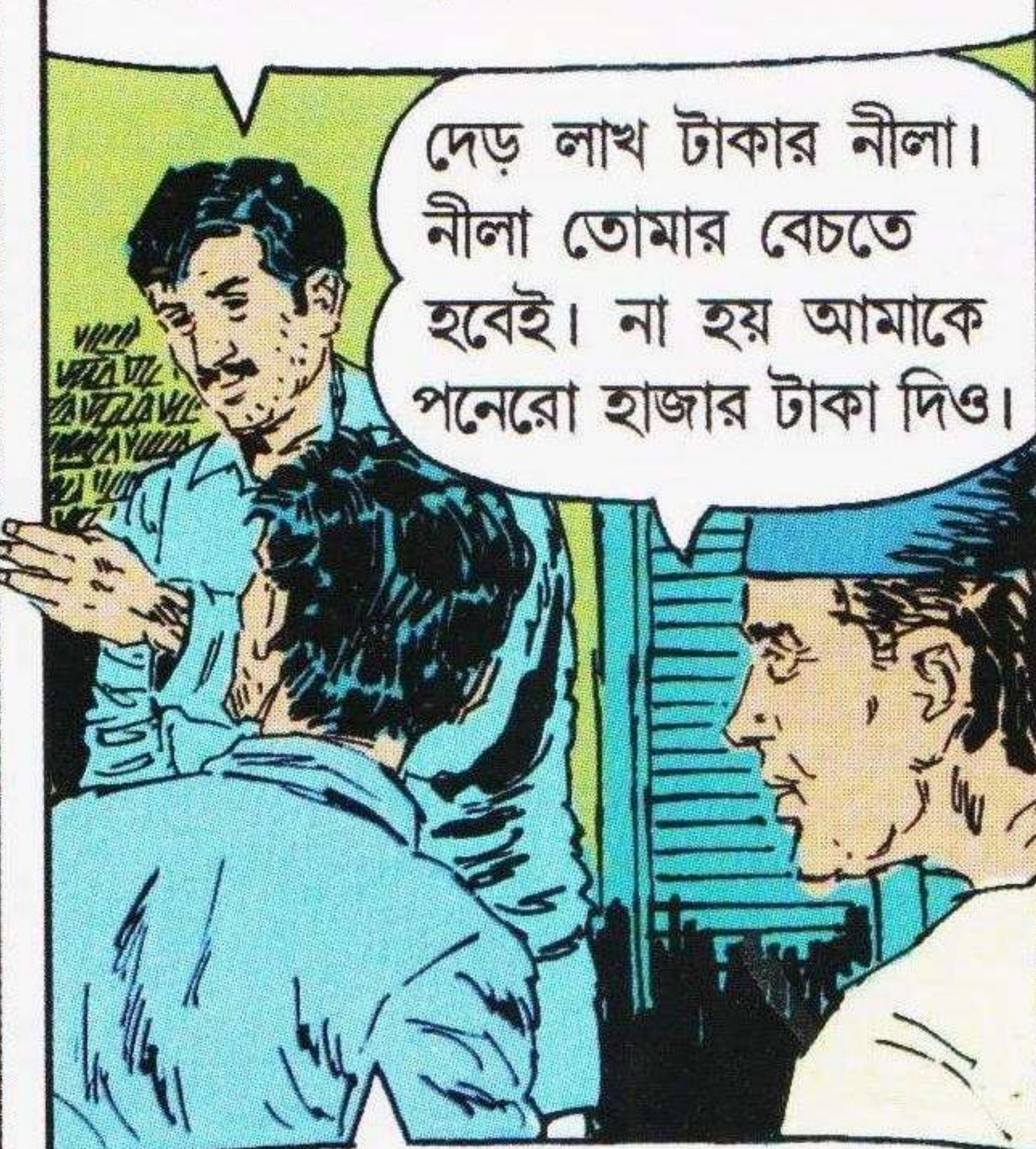
দেড় লাখ টাকার নীলা। নীলা তোমার বেচতে হবেই। না হয় আমাকে পনেরো হাজার টাকা দিও।

পান্নাবাবু, আমিও নীলার সমান ভাগ চাই।

এ নীলা আমি বিক্রি করতে চাই না।

দাঁড়াও পান্না। জানো, আমি তোমার সর্বনাশ করতে পারি।

শোহনলাল!

শোহনলাল, তুমি করবে আমার সর্বনাশ? আর হীরালাল চাও সমান ভাগ...

আ-আ-আ

দুম

এই নাও তোমার সমান ভাগ।

দুম

আহ্

দরজা খোল। দরজা খোল। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলব।

পুলিশ!

হঠাৎ সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা পৈশাচিক অট্টহাস্যে পান্নালাল চমকে ওঠে।

হা-হা-হা-হা-হা... ?!!

কে ও? কে অমন করে হাসছে?

পান্নালাল পালিয়েছে। জোর বেঁচে গেছি। গুলিটা আমার পাঞ্জাবির হাতায় লেগেছে। শোহনলালবাবু কি বেঁচে আছে?

আ-আহ্!

আমি পান্নাবাবুর ঠিকানা পুলিশের জন্য রেখে গেলুম। এ ঠিকানা আমি ছাড়া কেউ জানে না।

হা-হা-হা-হা-হা

হীরালাল যেও না। শুনছ ওই ভয়ানক হাসি।

এ সেই ভূতের হাসি। আমি পালাই। ওই যে পুলিশ ওপর তলায় এসে গেছে।

ধড়াম ধুড়ুম

দরজা ভেঙে পুলিশ ভেতরে ঢোকে।

একী! ঘরের ভিতর রক্তারক্তি কান্ড।

কে তুমি? কে তুমি?

আর পরিচয় দেবার সময় নেই। আসামী পান্নালাল আমাকে মেরে গুপ্তদ্বার দিয়ে পালিয়েছে। ওই টেবিলে তার ঠিকানা।

হুম্। এই তো ঠিকানা।
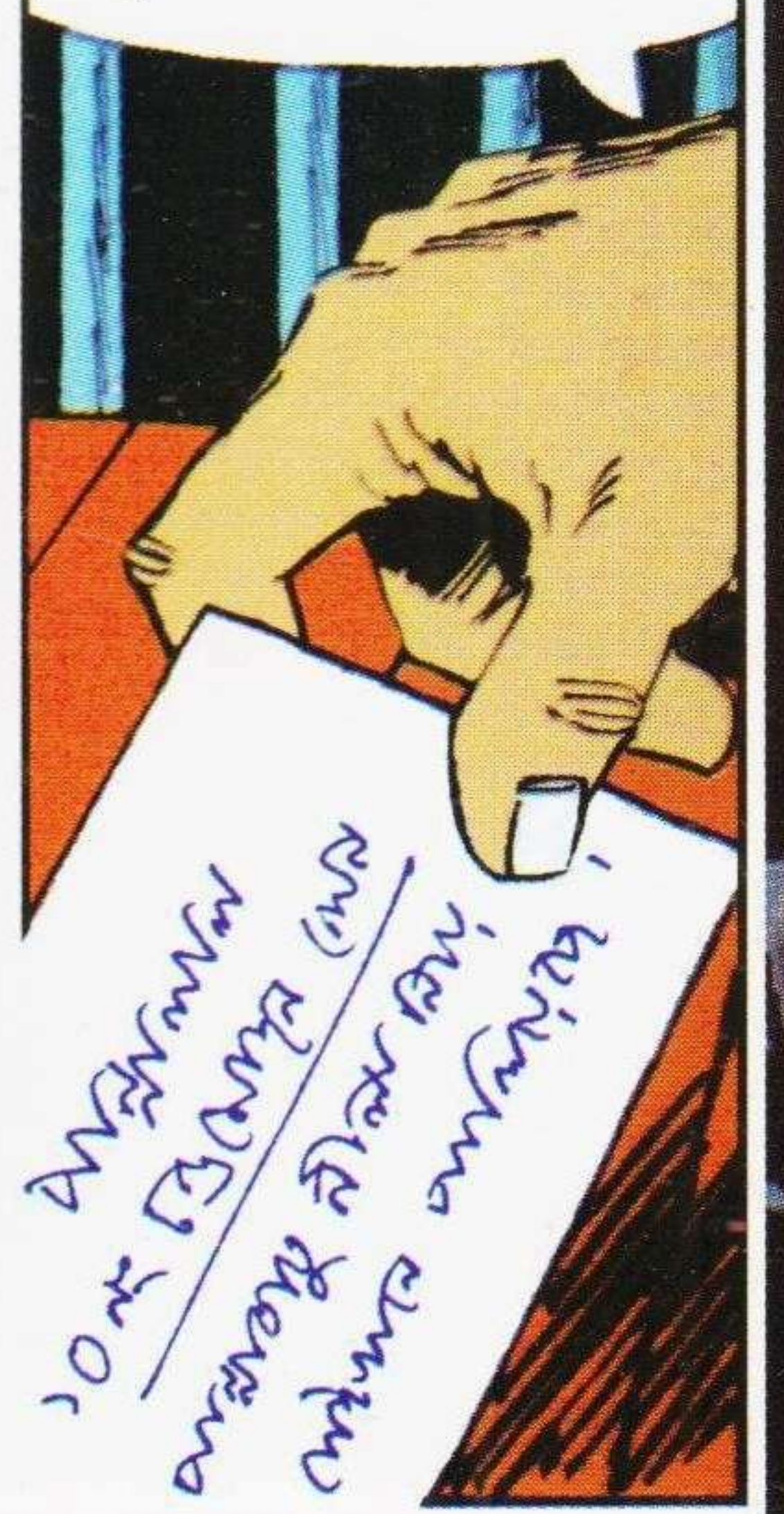
স্যার। লোকটা বোধহয় মরে গেল।
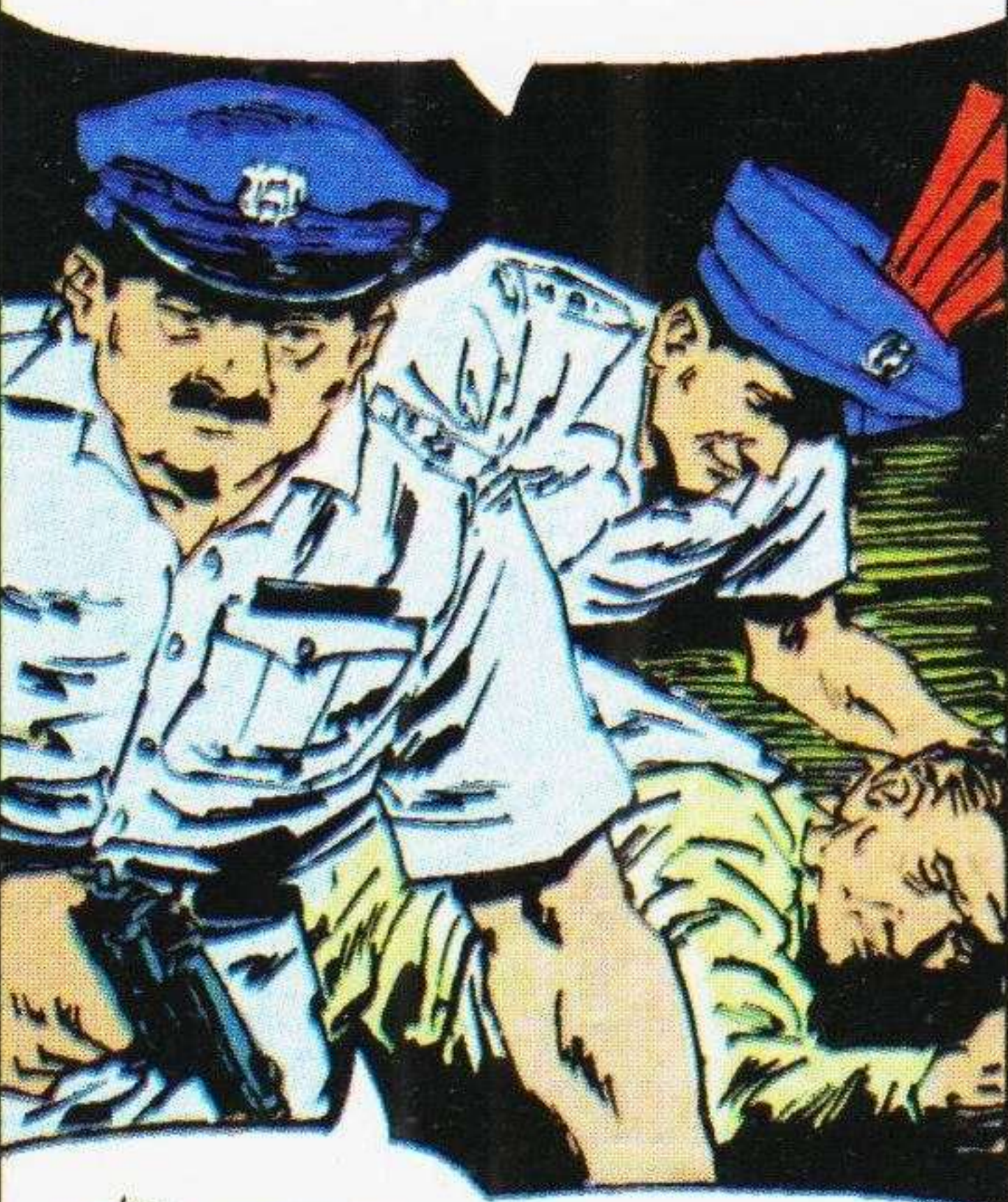
একটা আপদ দূর হল। চল, দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনে গিয়ে তো আগে দেখাই যাক।

তখন দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনে।

রামু, তুই সদর বন্ধ কর। গিন্নিমা কোথায়?

শোবার ঘরে, বাবু।

এই যে প্রভা, জেগে আছ?

আজ এত তাড়াতাড়ি? বন্ধুদের আসর জমল না?

শোনো, তুমি তো কোনোদিনই শেষ রাতের আগে বাড়ি ফেরো না। আজ দশটায় আমি পাশের ঘরে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনেছি। মাঝে মাঝেই...

কী বললে? ঠক্ ঠক্ শব্দ?

হ্যাঁ। ঠিক যেন দু'খানা কাঠের পা ওঘরে চলে বেড়াচ্ছে।

ঘরে গিয়ে দেখি ভিতরে কেউ নেই। শব্দও থেমে গেছে তখন। আবার এ ঘরে আসতেই শুরু হল চলন্ত কাঠের পায়ের শব্দ।

তোমার শোনবার ভুল। এখন তো শুনতে পাচ্ছি না।

ঠক্ ঠক্ ঠক্

ওগো। শুনছ? ওই যে আবার শুরু হয়েছে। ওটা কি শোনবার ভুল?

আচ্ছা, দাঁড়াও। আমি এখনই দেখে আসছি।

নাহ্! এঘরে কেউ নেই। শব্দ কি এখনও শুনতে পাচ্ছ?

না-আ।

প্রভা, তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো। আমি আজ এই ঘরেই থাকব।

একি সেই সাঁওতাল-ভূত দেবতা? তার কাঠের মূর্তি নাকি সচল হয়ে নীলা চোরকে হত্যা করে নীলা কেড়ে নিয়ে যায়? তাই কখনও হয়? আমি পুলিশকে পরোয়া করিনি। তবে আজ এত ভয় কিসের?

ওহে বাপু কেঠো ভূত। যদি জ্যান্ত হয়ে আমাকে দেখা দিতে পার...

তাহলে এই দেখ নীলা, তোমাকেই ফিরিয়ে দেব।

হা-হা-হা-হা-হা, কাঠের মূর্তি জ্যান্ত হলে পৃথিবী উল্টে যেত। যত্ত সব...

ঠক... ঠক...

কে? কে?

কি রে? কি হল?

হুজুর, পুলিশ!

?!

ওরা বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। দরজা কি খুলে দেব?

না।

ওরা যে দরজা ভেঙে ফেলবে।

পুলিশ এ বাড়ির ঠিকানা পেল কোথায়? এখানকার ঠিকানা জানত শুধু হীরালাল। কিন্তু সে তো এখন যমের বাড়িতে।

আমি প্রাণ থাকতে আত্মসমর্পণ করব না।

ওদিকে সদর দরজা ভেঙে ফেলল পুলিশ।

দুম দাম

এই কে রে তুই? পান্নালাল কোথায়?

আমি চাকর হুজুর। বাবু ও-ওই ঘরে।
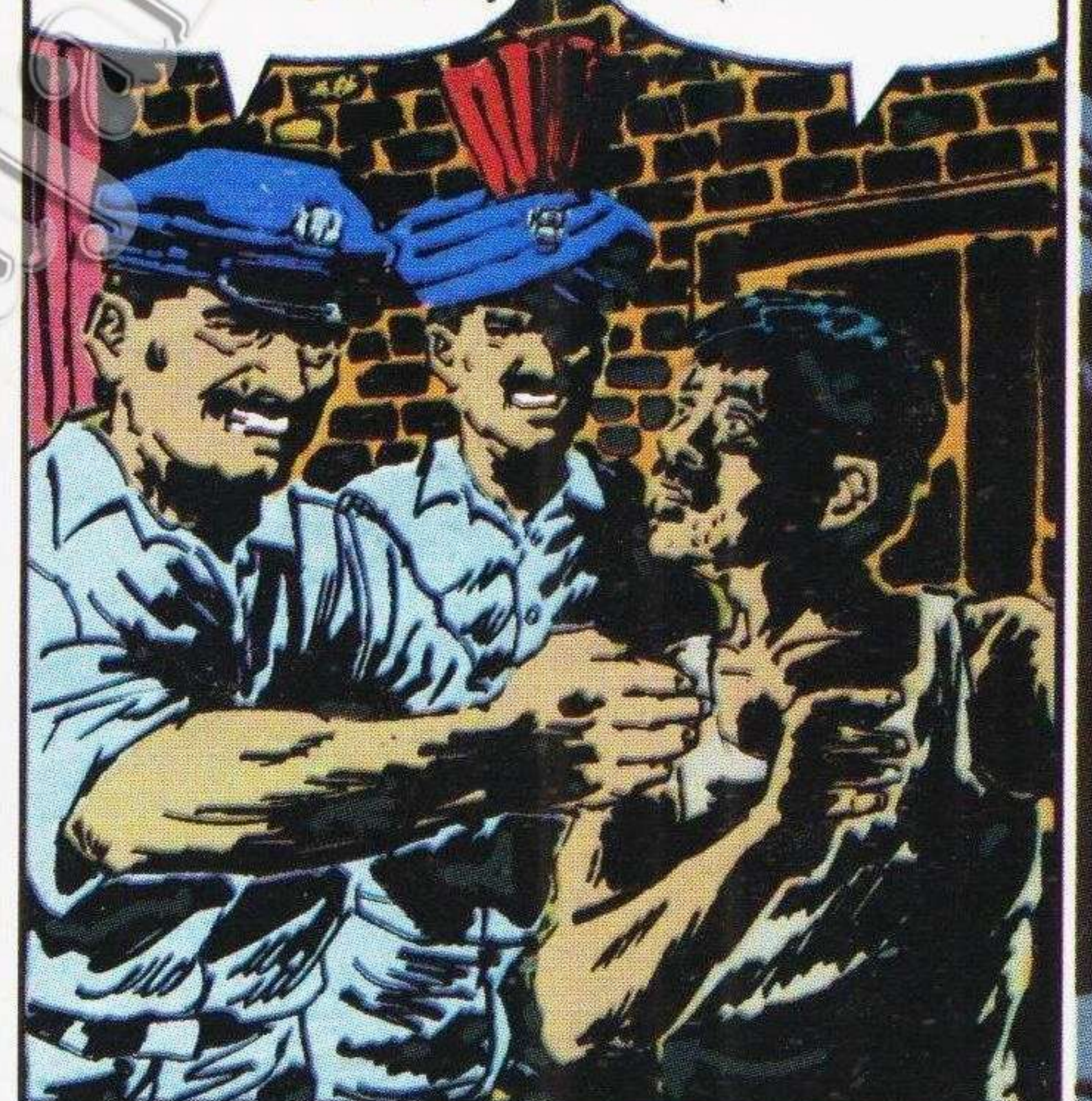
পান্নালাল আর লুকোচুরি মিছে। দরজা খোল।

দরজা আমি খুলব না। এ ঘরে যে ঢুকবে আমি গুলি করে মেরে ফেলব।

এমন সময় সেই সুদীর্ঘ অট্টহাস্য।

হা-হা-হা-হা-হা...

স্যার, আসামী বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

পাগলে কি অমন হাসে?

ঠক ঠক ঠক

স্যার কে যেন কাঠের পা ফেলে ছুটোছুটি করছে।

হঠাৎ...

আ-আ-আ-আ

ওকি যন্ত্রণার চিৎকার?

ভাঙো দরজা।

দুম দাম

কড়াৎ

স্যার স্যার, সাপ! মস্ত গোখরো।

শিগগির গুলি কর।

দুম দুম

সাপটাকে মারা গেল না। জানালা দিয়ে পালাল।

আসামী মৃত। ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

খুঁজে দেখত, ওর কাছে নীলাখানা পাওয়া যায় কিনা।

না স্যার। নীলা নেই। এই যে ওর পাঞ্জাবির ডান পকেটটা কে জোর করে ছিঁড়েছে। নীলা নেই।
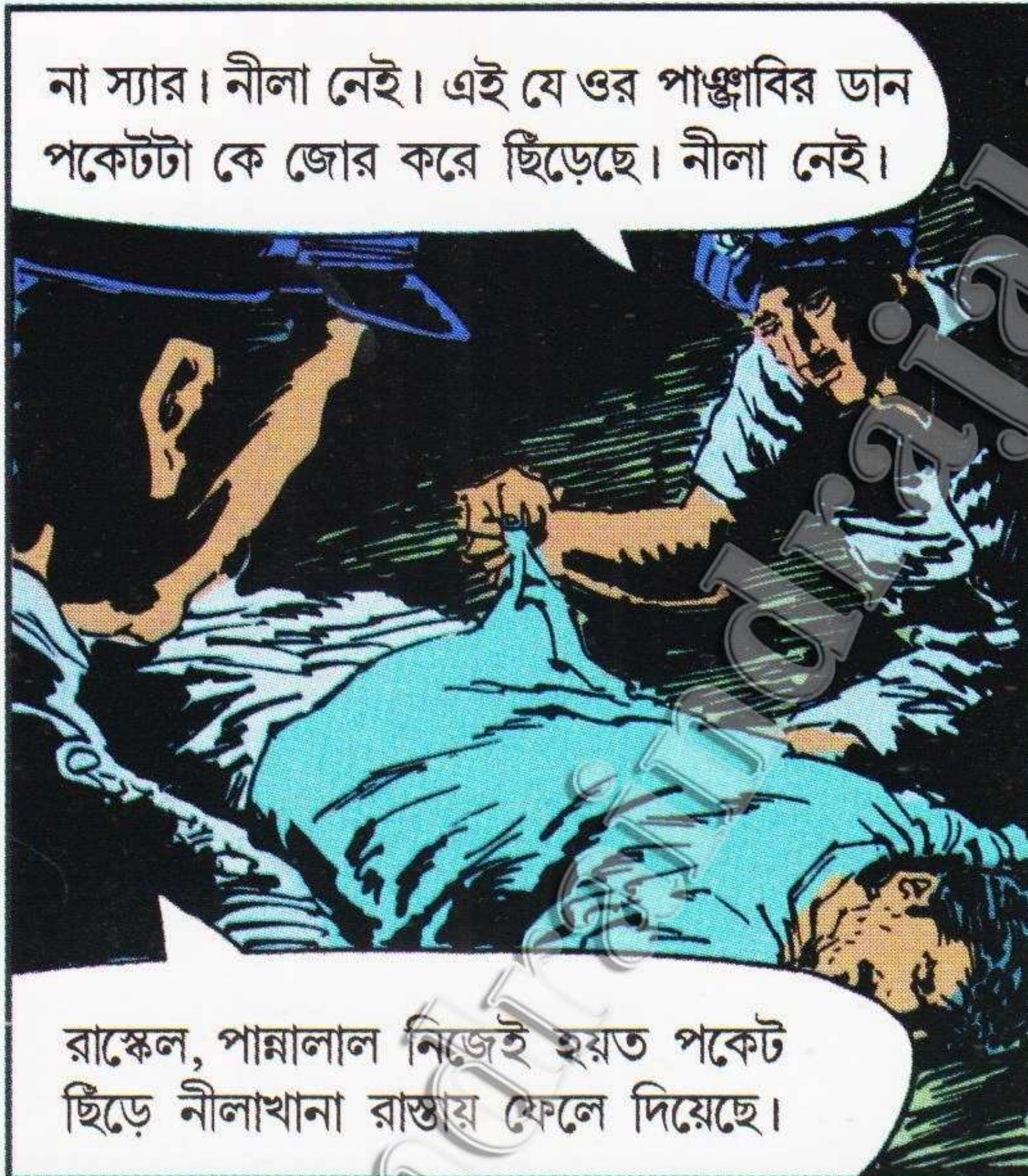
রাস্কেল, পান্নালাল নিজেই হয়ত পকেট ছিঁড়ে নীলাখানা রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

নীলাখানা কোথাও পাওয়া গেল না। হয়ত সেই নীলা প্রেত দেবতার কাঠের মূর্তির গলায় আবার দুলিয়ে তুলছে সর্বনাশা সম্মোহনী দীপ্তি।

শেষ

রাক্ষুসে পাথর

কাহিনি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও ছবি : বিজন কর্মকার
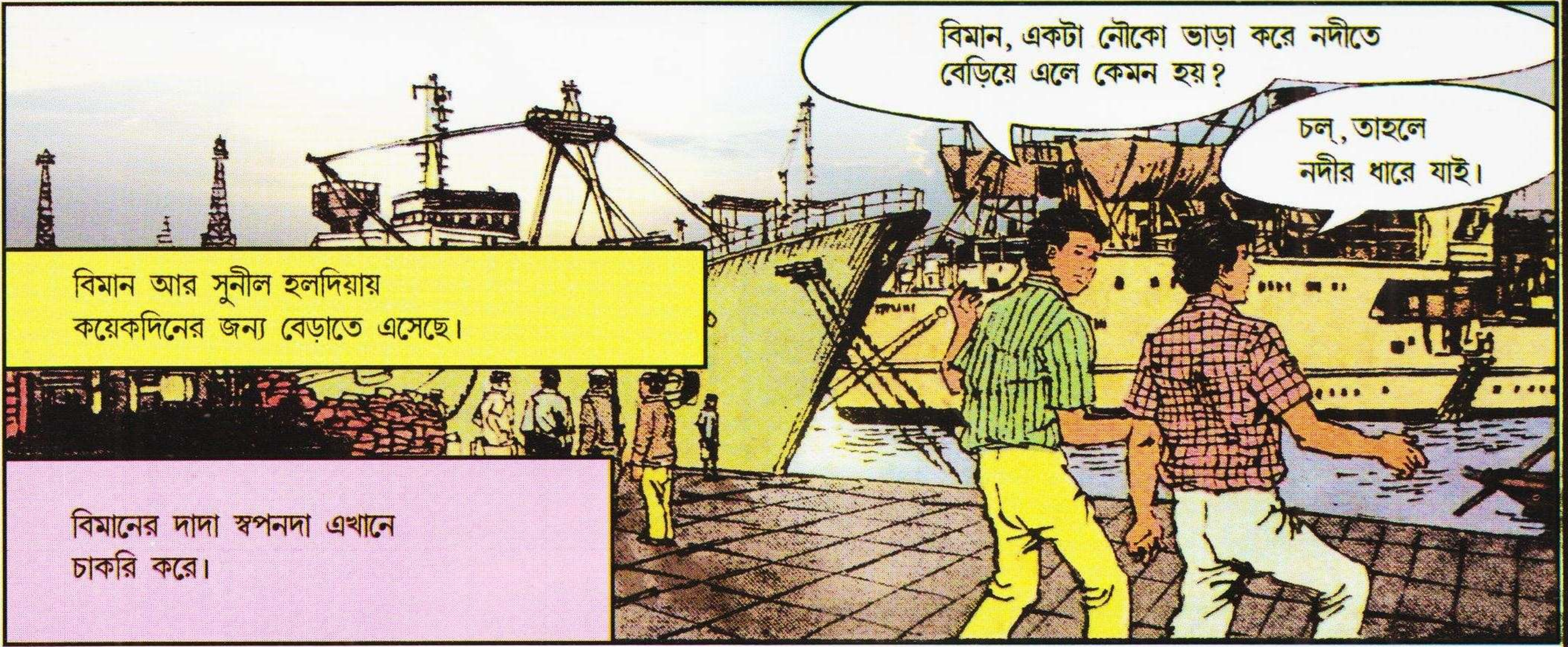
বিমান আর সুনীল হলদিয়ায় কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে।

বিমান, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?

চল, তাহলে নদীর ধারে যাই।

বিমানের দাদা স্বপনদা এখানে চাকরি করে।

কিছুক্ষণ পর...

আমি শুনেছিলাম হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর।
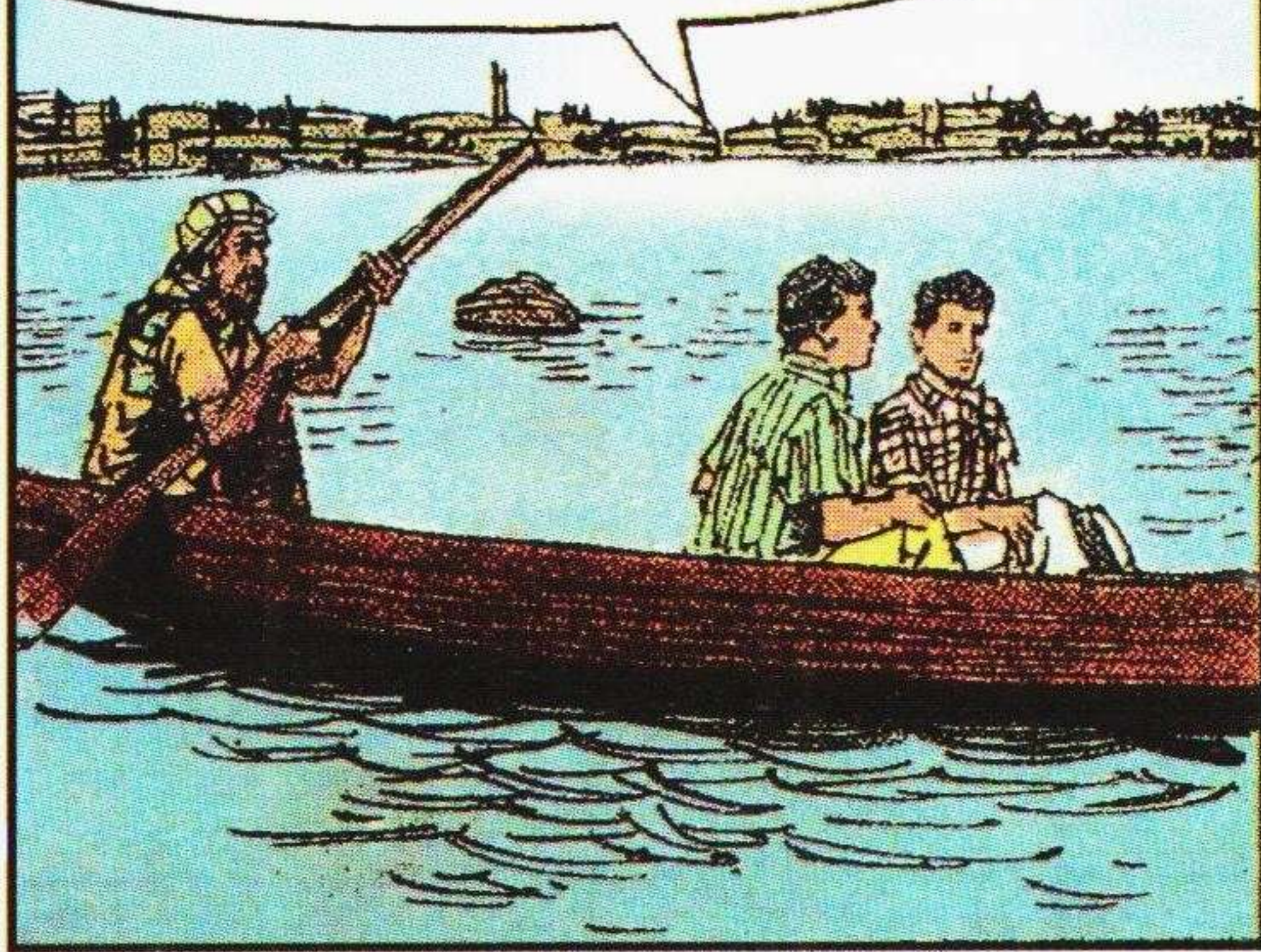
ওই চরটা মাঝে মাঝে ডুবে যেত আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠত। এখন আর ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে।

কোনও মানুষজন ওখানে থাকে না?
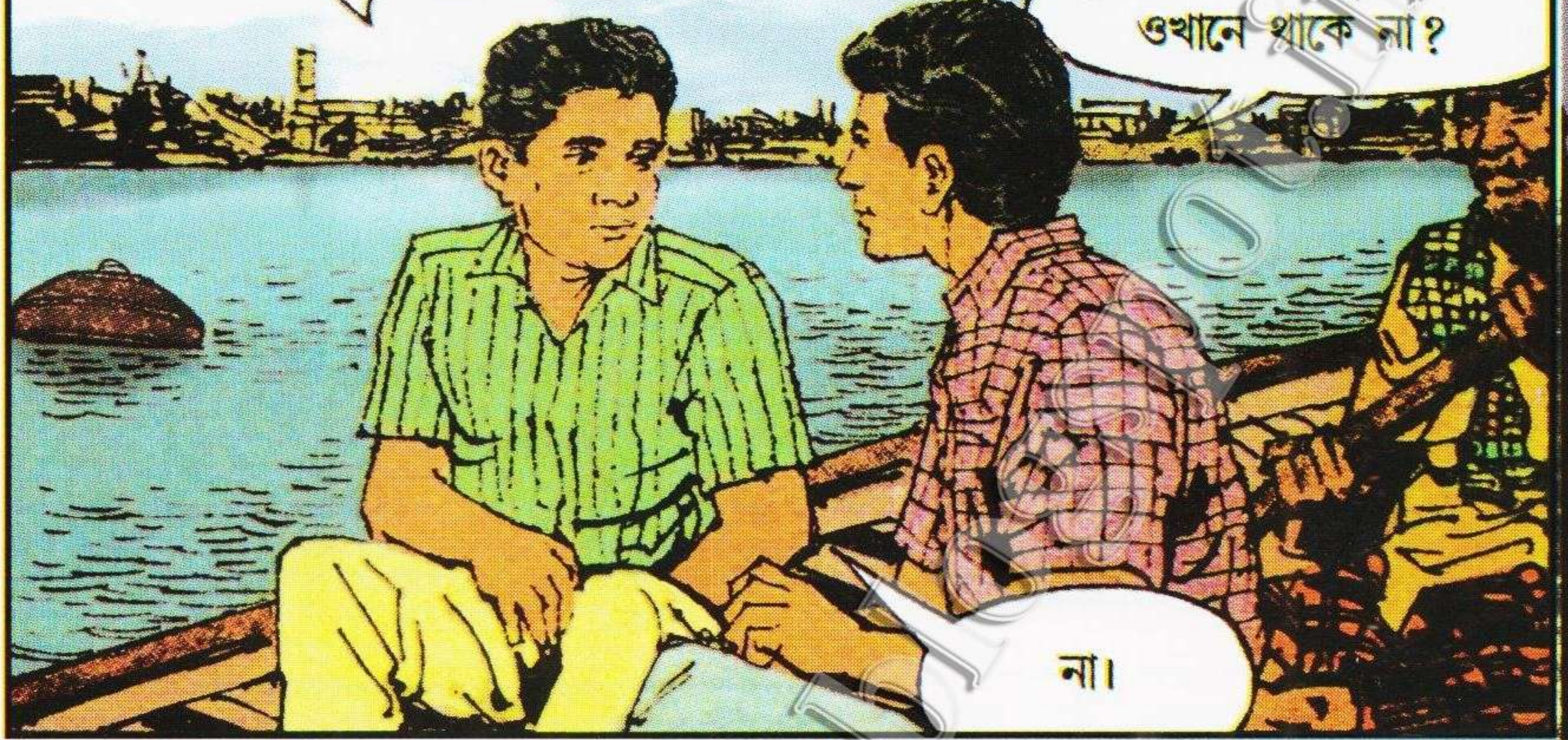
না।

নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। চল্ না বিমান, আমরা ওখান থেকেই ঘুরে আসি...

বাবু বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে ফিরে যান। ওই দ্বীপে যাবেন না, ওখানে দোষ লেগেছে।

?!

দোষ লেগেছে মানে? দ্বীপের আবার দোষ লাগে কী করে? ওই দ্বীপে কী আছে?

কিছুই নেই।

তবে তুমি আমাদের ওখানে যেতে নিষেধ করছ কেন?

আমরা তোমার নৌকা ভাড়া নিয়েছি ওই দ্বীপে যাব বলে।

তুমি যদি যেতে না চাও তো আমাদের ফেরত নিয়ে চল। আমরা না হয় অন্য নৌকো ভাড়া করব।

আপনারা আমার নৌকা যখন ভাড়া নিয়েছেন, আপনাদের কথা শুনতেই হবে। চলেন নিয়ে যাই।

তবে পরে যেন আপনারা আমাকে দোষ দেবেন না। ওরে সুলেমান, ভাল করে টান্।
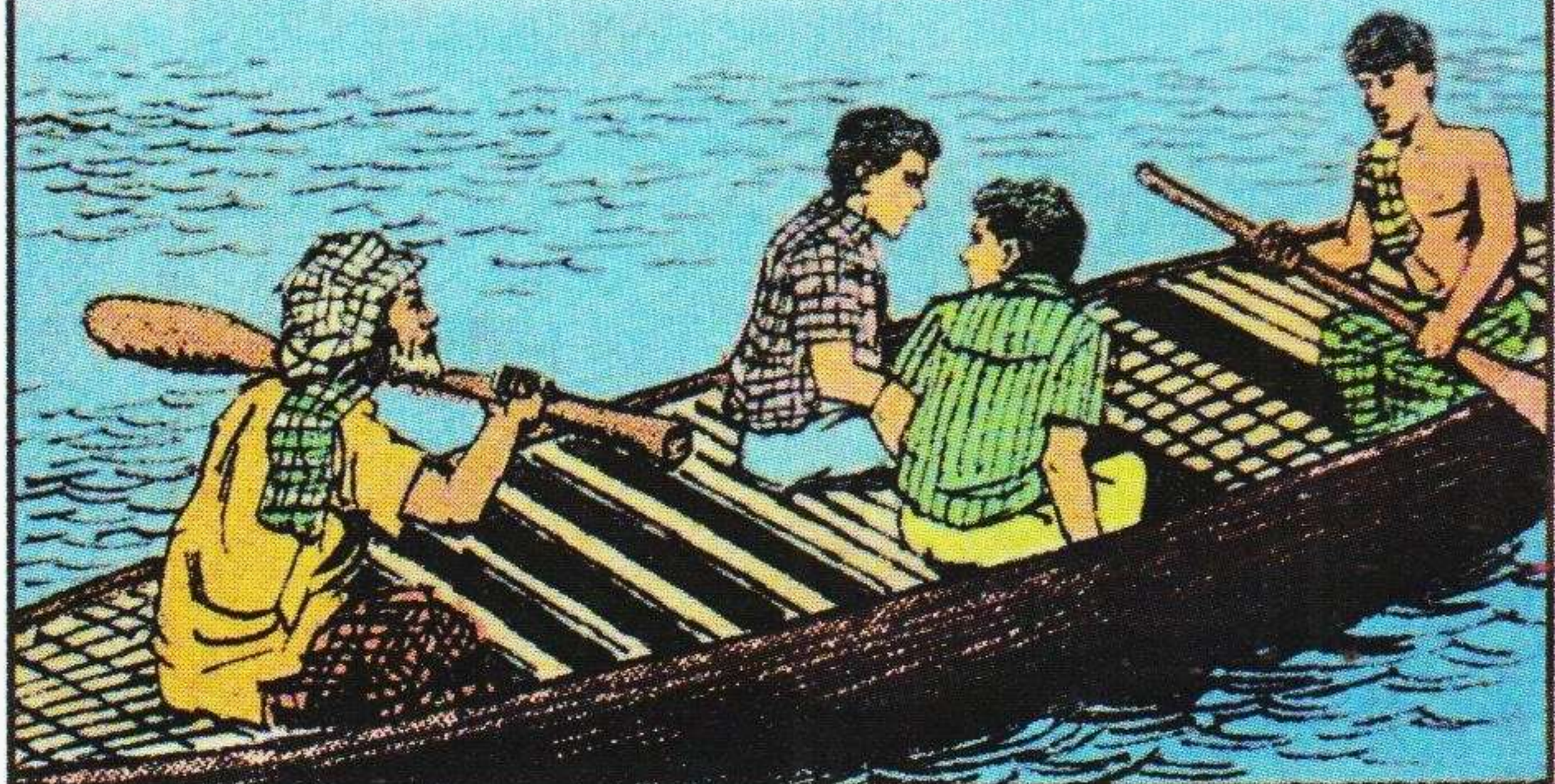
আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতো। এপার ওপার দেখা যায় না।
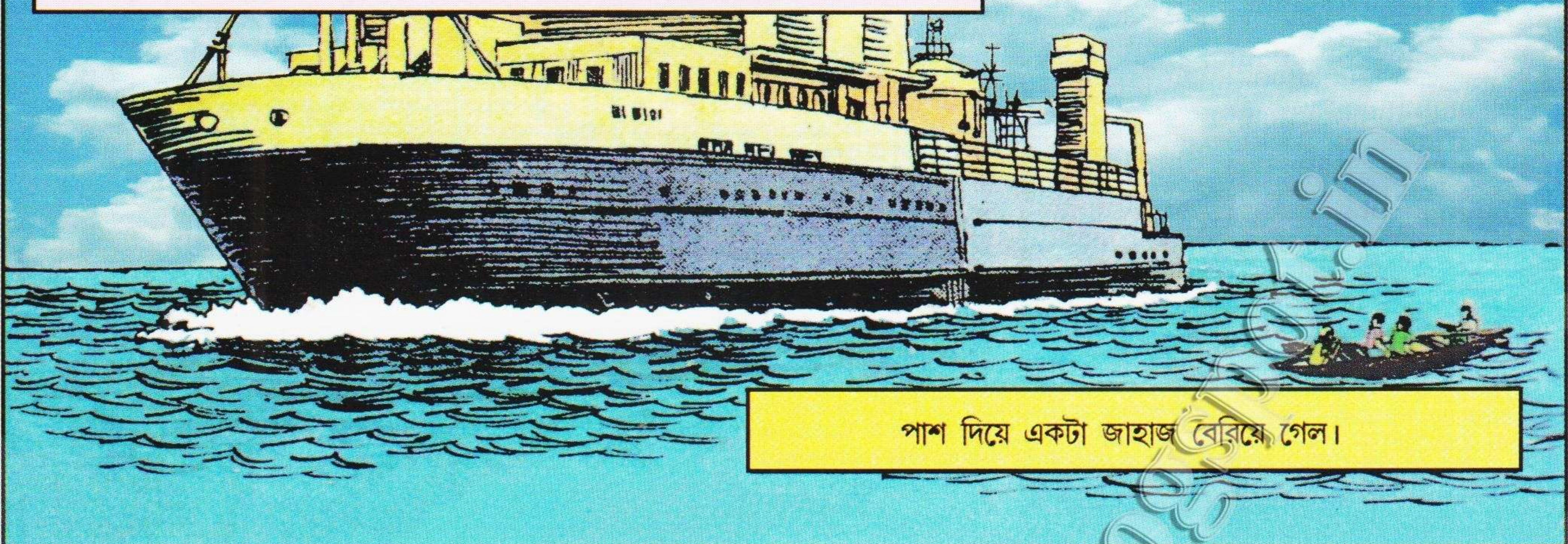
পাশ দিয়ে একটা জাহাজ বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর...

ওই দ্যাখেন, আগুনমারির চড়া।

দেখলেন তো? দেখা হল তো? এবারে নৌকো ঘোরাই?

সেকী? এখান থেকেই ফিরে যাব?

কাছে গিয়ে কি করবেন? আর তো দেখার কিছুই নাই।

তোমার মতলব কি বলতো, বুড়ো কর্তা? ওই দ্বীপে কি তোমার কোনও জিনিসপত্তর আছে? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন?

দেখা তো হলই, আরও কাছে গিয়ে লাভটা কী?

এটা কিন্তু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমরা ওই দ্বীপে নেমে হাঁটতে চাই।

বুড়ো মাঝি এবারে দ্বীপটার একেবারে কাছে পৌঁছে নৌকোটাকে ঘুরিয়ে নিল...

আর যাওয়া যাবে না। এবারে নামুন।

আর একটু এগোও, এখানে নামব কী করে?

আপনাদের এখানেই নামতে হবে। আমার নৌকা ওই চরের মাটি ছোঁবে না। ও মাটি অপয়া।

বিমান আর সুনীল এগিয়ে চলল দ্বীপটার দিকে...

একটা খড়ের চালাঘর। কিন্তু কোনও মানুষ নেই।

একটা কিছু ফ্ল্যাগ সঙ্গে নিয়ে এলে হত। তাহলে সেই ফ্ল্যাগটা পুঁতে আমরা দ্বীপটা দখল করে নিতাম।

তা কি করে হবে? আগেই তো এখানে মানুষ এসেছে। দেখছিস না, ঘর রয়েছে?
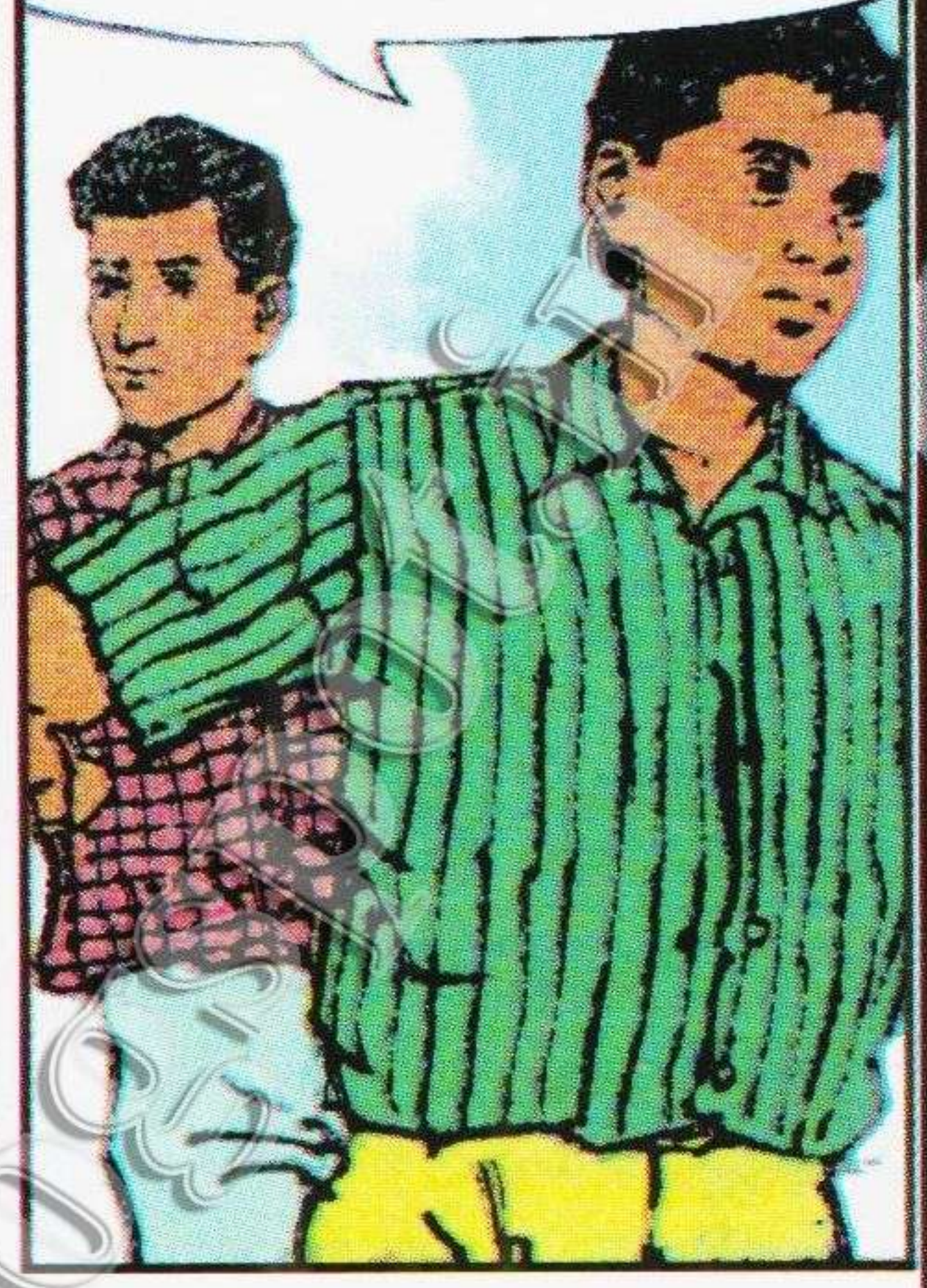
ঘরের ভেতরে একটা খাটিয়া পাতা রয়েছে।

চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শুকনো গোবর কি বিচ্ছিরি গন্ধ।

এখানে লোকেরা নিশ্চয় গরু চরাতে আসত। কিন্তু গরুগুলোকে নিয়ে আসত কী করে?

বড় বড় নৌকোয় করে নিয়ে আসত। আমি নৌকোয় গরু-মোষ পার করতে দেখেছি।

তারা এখন আসে না কেন?

বর্ষাকাল এসে গেছে। সেই জন্য এখন আসে না। এতো সোজা কথা।

দ্বীপটা কী রকম চুপচাপ লক্ষ্য করছিস? কোনও শব্দ নেই।

মানুষজন নেই, শব্দ হবে কি করে? আমি কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কান পেতে শোন্।

ওই গাছপালার আড়াল থেকে শব্দটা আসছে।

ফোঁস ফোঁস

ওটা কিসের শব্দ বলত সুনীল? সাপ নাকি?

সাপ অত জোরে ফোঁস ফোঁস করে?

সমুদ্রে বড় বড় অজগর সাপ থাকে, শুনেছি।

সমুদ্র থেকে যদি এখানে চলে আসে। ওই জন্যই মাঝিরা এখানে আসে না।

চল্ তো, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

সঙ্গে লাঠি-ফাটি কিছু আনলে হত।
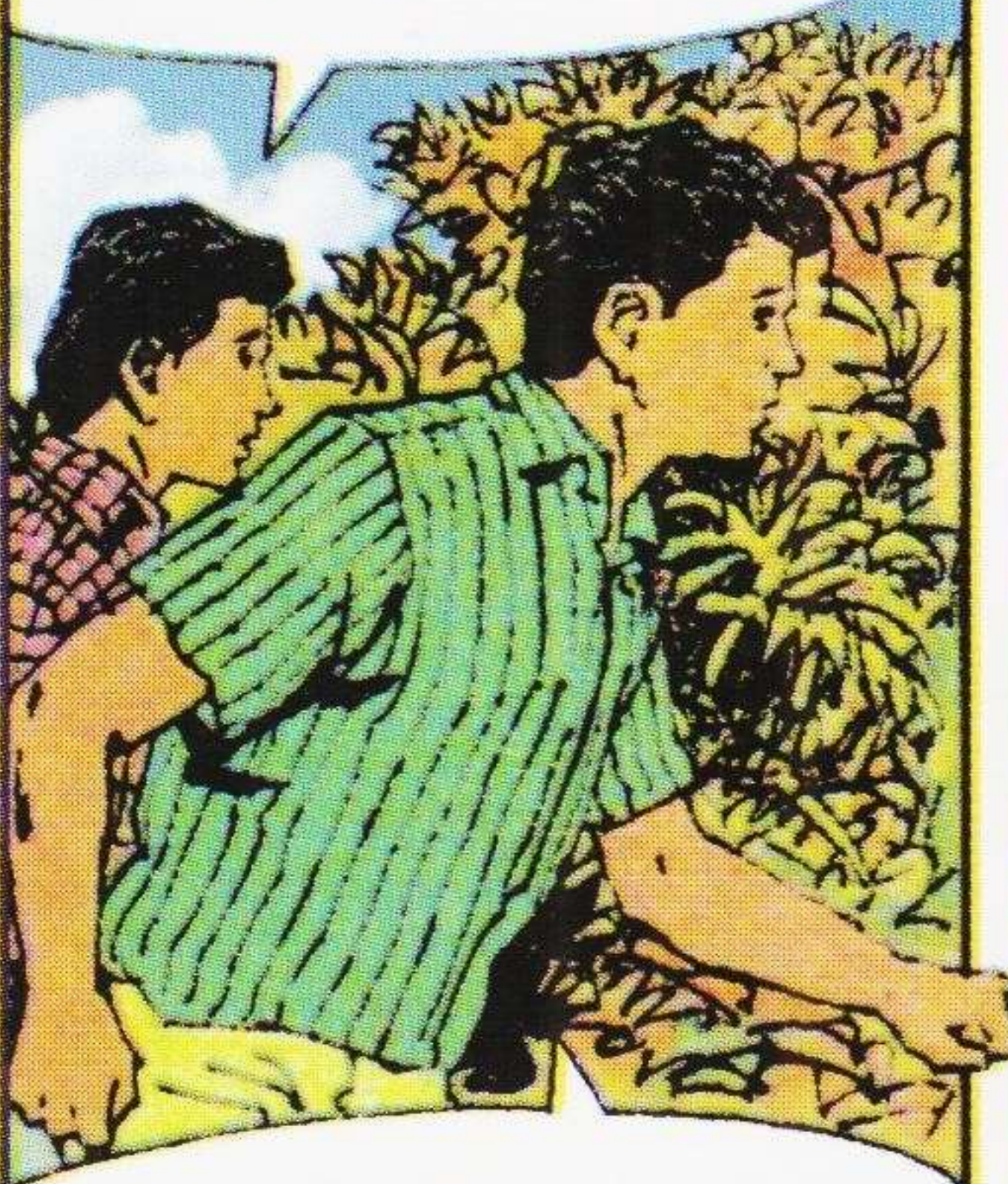
ভয় পাচ্ছিস কেন? বড় সাপ তো আর তাড়া করে এসে কামড়াতে পারে না।

ঝোপের মধ্যে কী যেন বিশাল একটা জন্তু রয়েছে।

ওটা তো একটা মোষ শুয়ে আছে।

মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলছে।

ফোঁস ফোঁস

এত বড় একটা মোষ, কী হয়েছে ওর? সাপে কামড়েছে?

অসুস্থও হতে পারে। মোষেরাও অসুস্থ হয়। চল্ দ্বীপটা ঘুরে দেখি।

মোষের মালিক বুঝতে পেরেছে মোষটা আর বাঁচবে না। সেই জন্য হয়ত ফেলে রেখে গেছে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? এখানে গাছের পাতাগুলো যেন শুকনো শুকনো।

এখন বর্ষাকালে তো গাছের পাতা শুকিয়ে যাবে না।

গাছগুলোর ছাল খসে পড়ছে অনেক জায়গায়। এখানে তো জল নোনা, তাই বোধহয় গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

বাজে বকিস না। সুন্দরবনে অত গাছ রয়েছে না? সেখানে জল তো আরও বেশি নোনা।

এখানকার গাছগুলোর বোধহয় কিছু একটা রোগ হয়েছে। ওটা আবার কী রে?

ওটা তো একটা পাথর।

আশ্চর্য তো! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার!

আশ্চর্য কেন?

তুই বুঝলি না? গঙ্গা নদীর দ্বীপে পাথর আসবে কী করে?

এদিকে তো কোথাও পাহাড় নেই। এখানে এত বড় একটা পাথর কে নিয়ে আসবে?

নদীর ওপরে একটা নতুন দ্বীপে ওরকম পাথর দেখতে পাওয়া তো স্বাভাবিক নয়।

পাথরটার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। সমুদ্রের তলায় অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকে। গঙ্গার এখানে হয়ত ডুবো পাহাড় আছে। দ্বীপটা তৈরি হবার সময় পাথরটা উঠে এসেছে।

তোর কি বুদ্ধি! পাথর কি হাল্কা জিনিস যে জলের উপরে ভেসে উঠবে? এই দ্বীপটা হবার পরে কেউ পাথরটাকে এখানে এনেছে।

কারণ, এই দ্যাখ্। পাথরটার তলায় কিছু ঘাস চাপা পড়ে আছে।

উল্কা নয়ত! অনেক সময় উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়ে।

আ-হ-হ!

?!

কী হল রে সুনীল? কী হল তোর?

?!

কী হল রে, কী হল?

জানি না। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে গেল।

কিছুক্ষণ বসে থাক্। একটা জিনিস দ্যাখ্, সুনীল। পাথরে চাপা পড়া ঘাসগুলো খয়েরি হয়ে গেছে। ঘাস চাপা পড়লে হলদে হয়।

আর পাশের এই গাছটা দ্যাখ্। এই গাছটার গা-টা লাল। আমি লাল রঙের গাছ কখনও দেখিনি।

বিমান ওই যে মোষটা মরে যাচ্ছে, ওর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে রে আমার।

আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে রে! এমনি এমনি একটা মোষ মরে যাচ্ছে, ইস্! মোষটাকে ওর মালিক কেন যে ফেলে গেল!

বিমান, আমার ইচ্ছে করছে এখানে শুয়ে পড়তে।

এখানে আমরা কিছুক্ষণ শুয়ে কাটালে কিন্তু বেশ হয়। মন্দ বলিসনি।

কিন্তু নৌকোটা যদি চলে যায়?

ফিরব কি করে?

তা যাবে না, পুরো ভাড়াটা তো পায়নি। সেটা নেবে না?

!!

আর যদি যায় তো যাবে। আমরা এখানেই থেকে যাব।

বিমান, বিমান!

!

বিমান এই পাথরটা জ্যান্ত!

কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

নারে, আমি সত্যি দেখলুম পাথরটা নড়ে উঠল।

কী বলছিস যা-তা। পাথরটা নড়বে কী করে?

আমি স্পষ্ট দেখলুম। পাথরটার পেটের কাছে একবার যেন চুপসে গেল, আবার ফুলে উঠল। ঠিক ব্যাঙের মতন।

দূর! পাথরের আবার পেট-ফেট কী? তুই ভুল দেখেছিস।

মোটেই ভুল দেখিনি।

?!

বিমান, না। ওই পাথরটায় হাত দিবি না। ওই পাথরটা জ্যান্ত!

ওই পাথরটার গায়ে হাত দিয়েই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ওই পাথরটায় কিছু একটা ব্যাপার আছে।

বাবু! বাবু!

চল্ বিমান, নৌকোয় ফিরে যাই।

না, এক্ষুনি যাব না। এখানে শুয়ে থাকব বললুম যে...
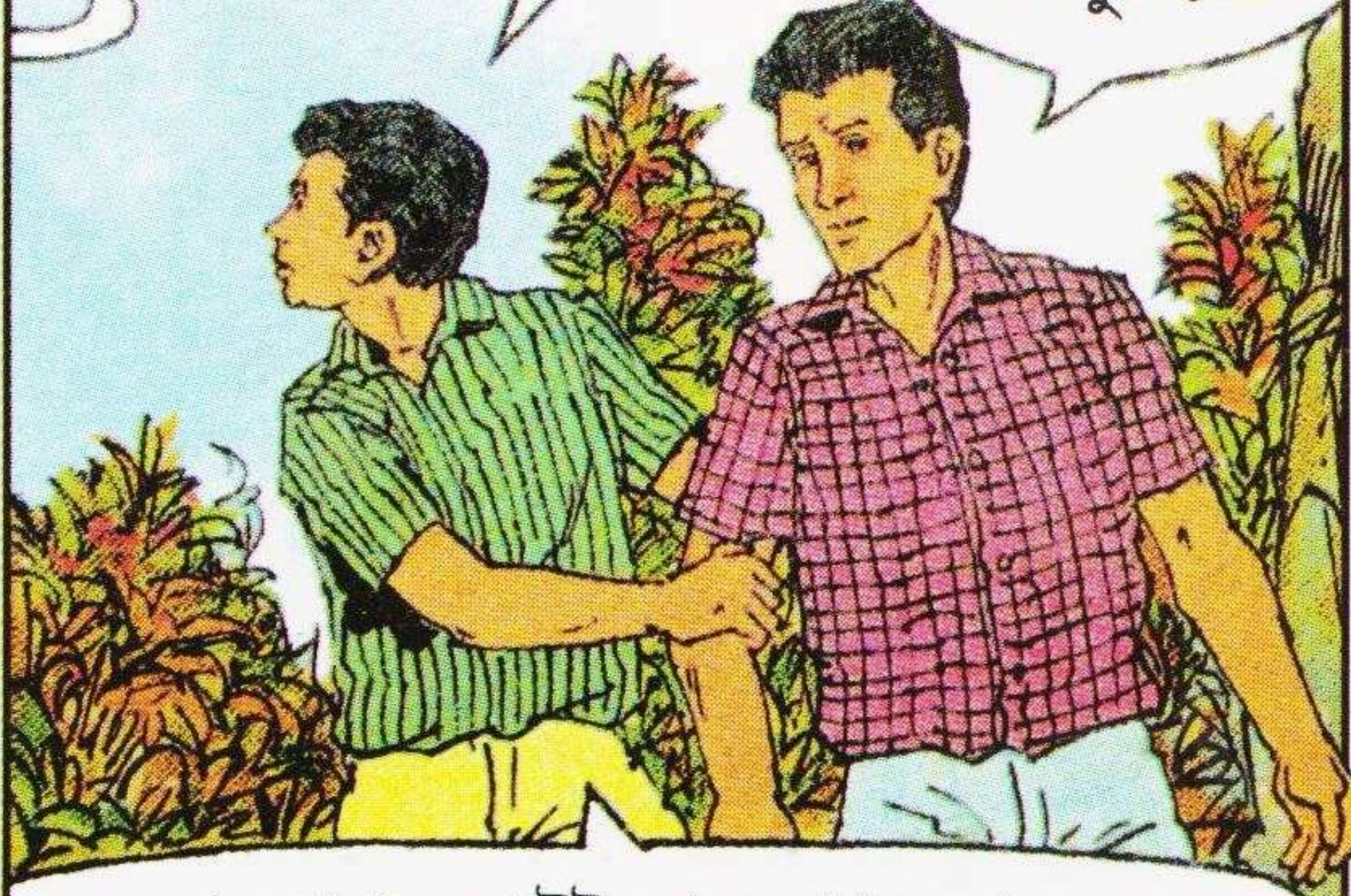
না, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। চল্, নৌকোয় ফিরে যাই।

আরে। আমি শুয়ে থাকব বললুম।

এখানে আর নয়।
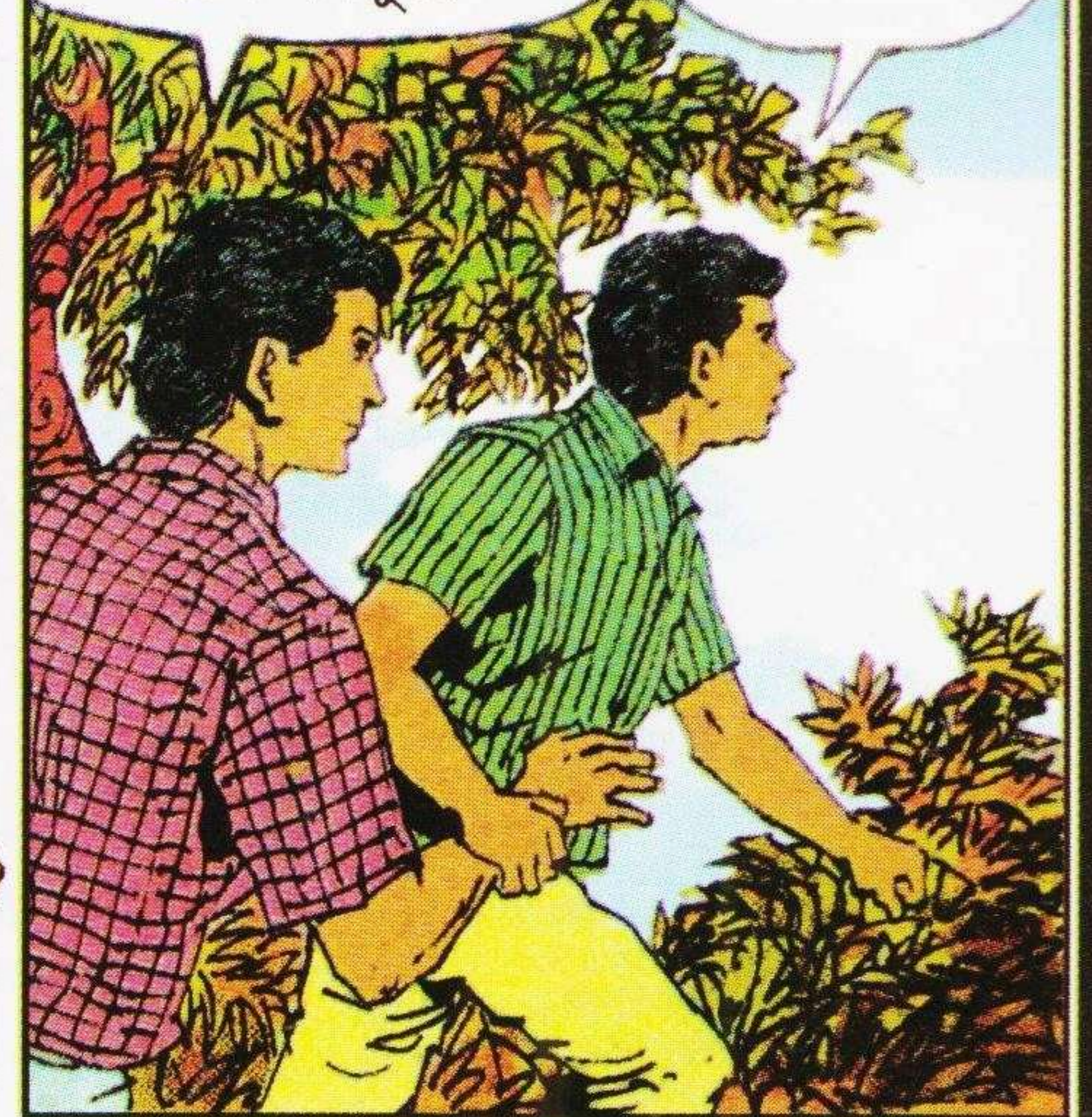
ইস্ সুনীল, ওই দ্যাখ্ মোষটা। এখন আর নিঃশ্বাস ফেলছে না। মরেই গেছে বোধহয়।

বিমান, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চল্। আমার একদম ভাল লাগছে না।

চল্, শিগগির চল্।

ওই দ্বীপে গেলে তোমাদের কী হয় বল তো?

কী জানি, বাবু। ওখানে গেলেই মনটা যেন কেমন কেমন করে। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমাদেরও সেইরকম লাগছিল। কেন হয় ওরকম বলতো?

বাবু, আগে তো আমরা ওই চরে যেতাম। অনেক লোক আগে ওখানে গরু-মহিষ চরাতে আসত।

এখন আর কেউ যায় না।

ও দ্বীপে খারাপ নজর লেগেছে। গাছপালাগুলোও কেমনধারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখলেন না?

ওখানে একটা বড় পাথর আছে দেখেছ? আগে ওটা কি ছিল?

না আগে ওটা ছিল না। এই তো মাসখানেক ধরে দেখছি। কেউ কেউ বলে ওটা আকাশ থেকে খসে পড়েছে।
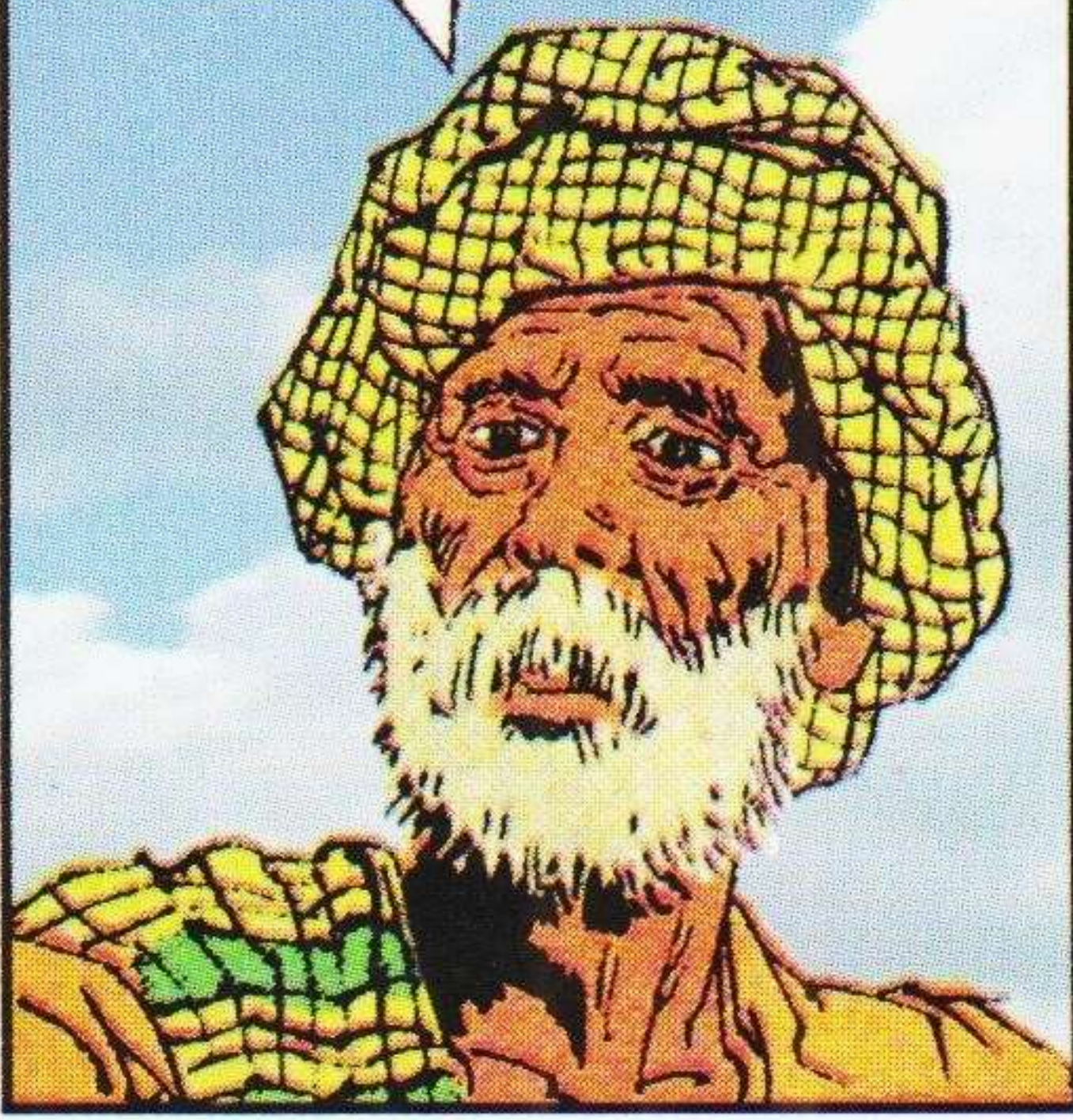
আমার মাথাটা এখনও দুর্বল লাগছে। বিমানের পাশেই শুয়ে পড়ি।

পরদিন সকালবেলা...

তোদের কাল কী হয়েছিল? সন্ধে থেকে খালি ঘুমোচ্ছিলি।
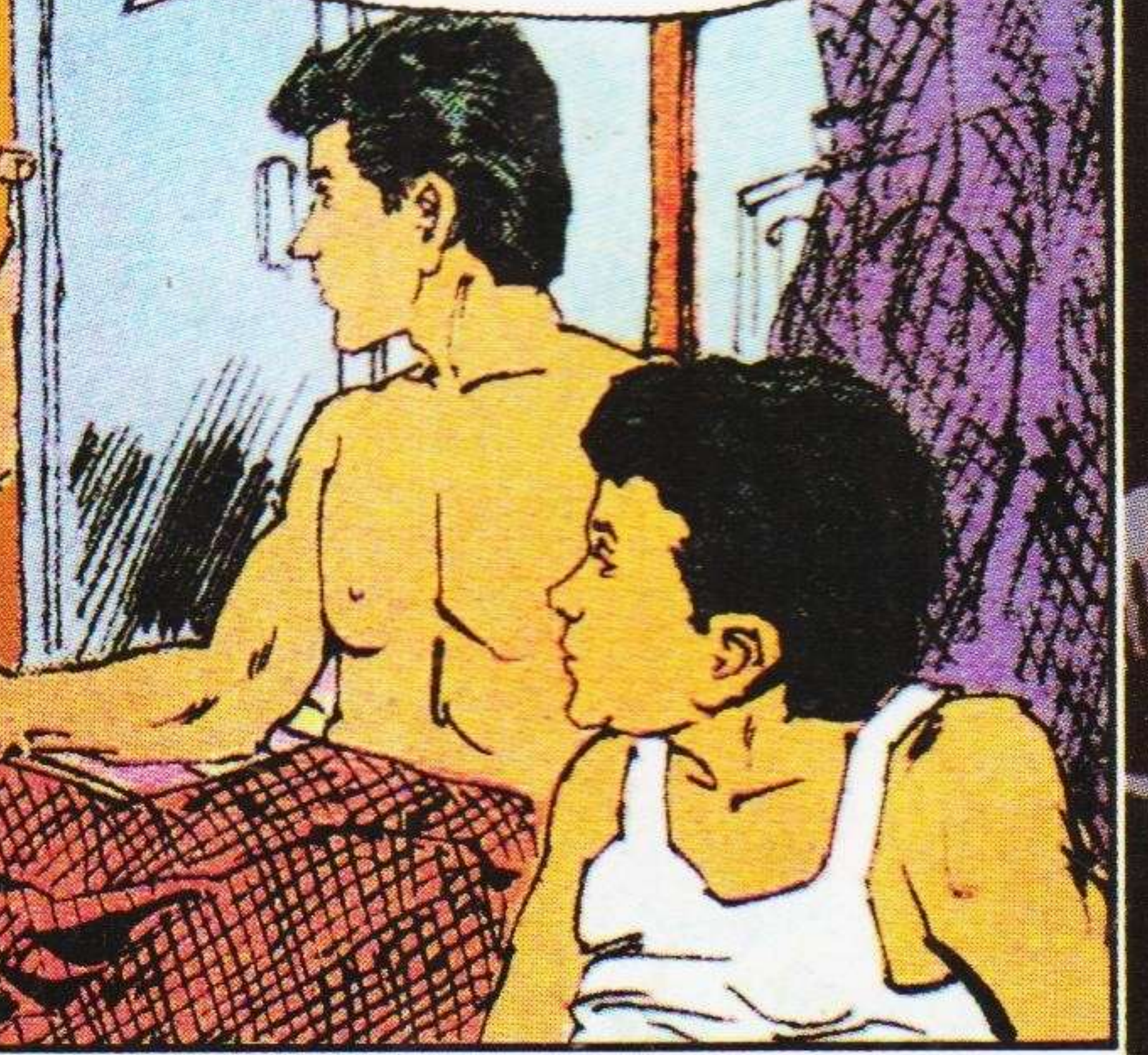
হলদিয়ার এস ডি পি ও মিঃ দাস বিমানের দাদার বন্ধু। বিমানের মুখে সব শুনে তিনি এস ডি পি ও-কে ফোন করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলেন।

কাল দুপুরে এই দুই শ্রীমান নৌকো ভাড়া করে আগুনমারির চরে গিয়েছিল। সেখানে নাকি ওদের সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা...

তোমরা কাল আগুনমারির চরে গিয়েছিলে? আশ্চর্য! ওই দ্বীপের পাশেই কাল রাত্তিরে একটা লঞ্চ ডুবেছে।

কেউ মারা গেছে?

মরেনি কেউ। সবাইকেই উদ্ধার করা গেছে।

আমাদের পুলিশের লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছয়। কিন্তু কী করে লঞ্চ ডুবল কেউ বলতে পারছে না।

ওই লঞ্চের একজন খালাসি শুধু অদ্ভুত একটা গল্প বলছে। আগুনমারির চর থেকে একটা মস্ত বড় পাথর নাকি উড়ে এসে প্রচন্ড জোরে লঞ্চটাকে ফুটো করে দেয়।

?!!

গঙ্গার ওপরে দ্বীপ। সেখানে পাথর আসবে কী করে? যদি বা পাথর থাকে, সেটা কেউ না ছুঁড়লে এমনি এমনি উড়তে উড়তে আসবেই বা কী করে? যত সব গাঁজাখুরি কথা।
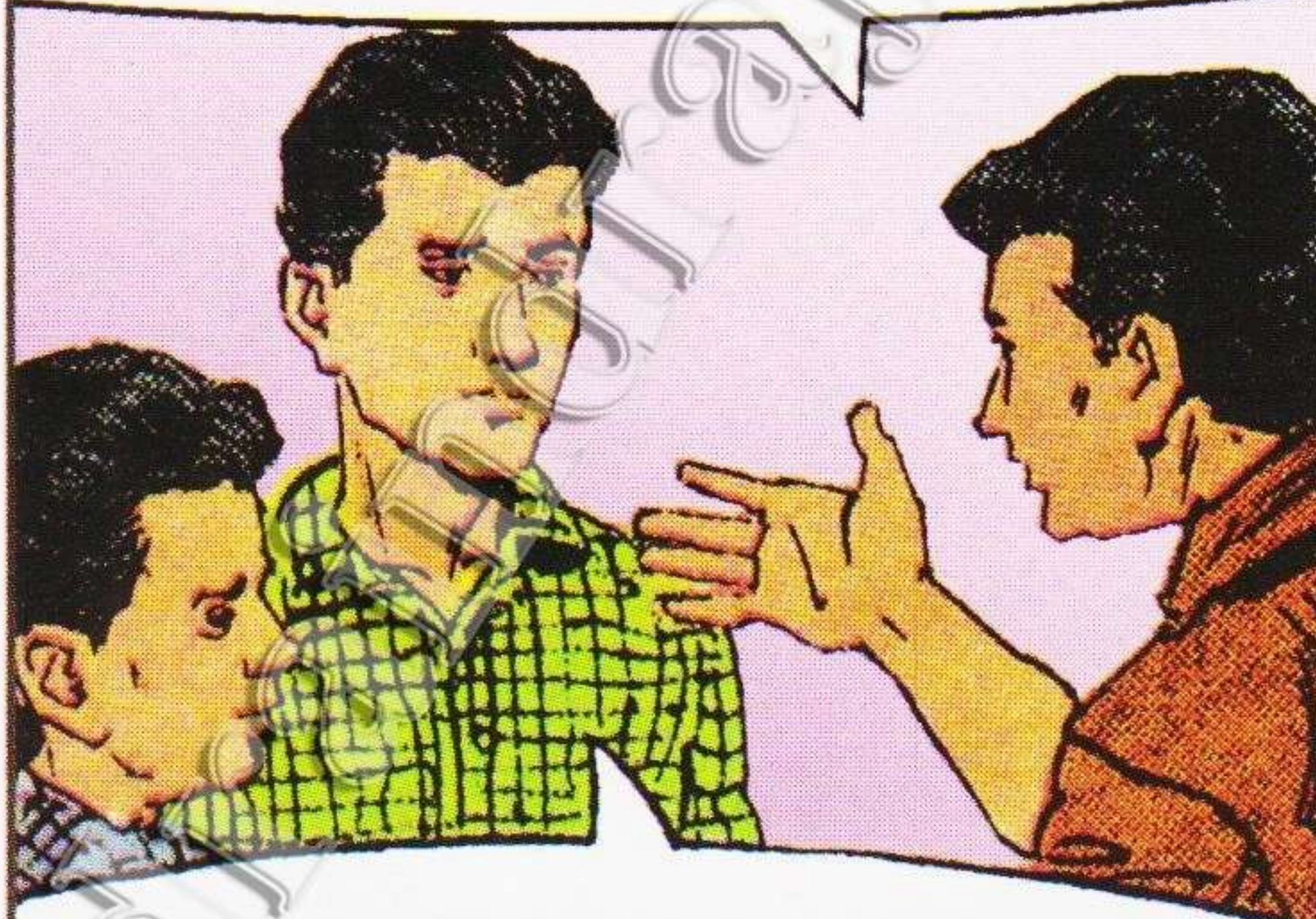
আমরা পাথরটাকে দেখেছি। ওই পাথরটা জ্যান্ত। সুনীলও পাথরটাকে নড়তে দেখেছে।

ভোরবেলা আমি দ্বীপটা ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে পাথর-টাথর কিছু নেই।

শুধু একটা মরা মোষ রয়েছে দেখলুম।

শেষ

এক মলাটের মধ্যে এই সংকলনে নানা স্বাদের ভৌতিক কাহিনি একত্রিত করা হয়েছে। কখনও ভূত গল্পে তো আবার কখনও সরাসরি হাজির। কখনও সে অতৃপ্ত আত্মা হয়ে প্রতিহিংসার তাড়নায় হিংস্র আবার কখনও পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আবার কখনও সে ভূত নয়, শুধুমাত্র ভৌতিক কাণ্ডকারখানায় হাজির করেছে এক গা ছমছমে পরিবেশ।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অজস্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি লিখলেও কিশোর সাহিত্যে তাঁর বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক ও পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু চরিত্র এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একালের জনপ্রিয়তম লেখক। তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা কাকাবাবু ও সন্তু চরিত্রে ছোটদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ভয়ঙ্কর সুন্দর লেখাটি ইতিমধ্যেই কমিক্স্ আকারে প্রকাশিত।

বিজন কর্মকার

পেশায় চিত্রশিল্পী। এছাড়া বহু গ্রন্থের সচিত্রকরণ ও প্রচ্ছদ এঁকেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কাকাবাবু ও সন্তু চরিত্রের কমিক্স্ এঁকেছেন।

নিউ বেঙ্গল প্রেস

ISBN 81-87687-00-2

9 789380 660059

INR 50.00